আল কুরআন
অনন্ত করুণাময় পরম দয়ালু
আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি
....
ফলে তাদের পাপের কারণে
আল্লাহ তাদেরকে পাকড়াও
করেছেন আর আল্লাহর আযাব
অতি কঠিন।
সূরা আল ইমরান- ১১

দৈনিক
কীর্তনখোলা
আত্মপ্রত্যয়ী প্রতিদিন

বরিশাল ॥ সোমবার ॥ ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ॥ ২১ শাবান ১৪৪৭ ॥ ২৬ মাঘ ১৪৩২ ॥ ৯ম বর্ষ ॥ ২৬৮ সংখ্যা ॥ ৪ পৃষ্ঠা ॥ ৫ টাকা

হাদি হত্যার তদন্তে সহায়তা চেয়ে জাতিসংঘে বাংলাদেশের নোট ভারবাল

কীর্তনখোলা ডেস্ক
ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক ও জুলাই অভ্যুত্থানের অন্যতম সংগঠক শহীদ শরিফ ওসমান হাদির হত্যাকাণ্ডের তদন্তে ২ এর পাতায় দেখুন

দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতিতে থাকবে বিএনপি

কীর্তনখোলা ডেস্ক
বিএনপি সরকার গঠন করতে পারলে দুর্নীতির বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতিতে চলবে বলে জানিয়েছেন দলের চেয়ারম্যান ২ এর পাতায় দেখুন

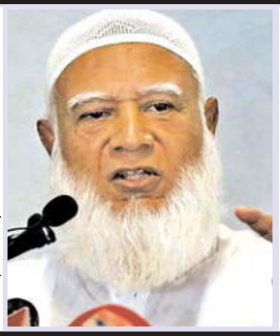

ব্যাংক ডাকাতদের বগলের নিচে রেখে করবেন দুর্নীতি দমন?

কীর্তনখোলা ডেস্ক
আসন্ন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক অঙ্গনে উত্তাপ বাড়ছে। ভোটের প্রচারণায় রাজনৈতিক দলগুলোর নেতারা একে অপরকে ২ এর পাতায় দেখুন

বিভিন্ন বাহিনীর ভেতরে লুকিয়ে থাকা সকল অপরাধীকে শনাক্ত করা হবে

কীর্তনখোলা ডেস্ক
বিভিন্ন বাহিনীর ভেতরে লুকিয়ে থাকা সকল অপরাধীকে শনাক্ত করা হবে বলে জানিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির ২ এর পাতায় দেখুন

চাঁদাবাজ-সন্ত্রাসমুক্ত বরিশাল গড়তে হাতপাখায় ভোট দিন: ফয়জুল করীম

কীর্তনখোলা রিপোর্ট
বরিশালকে চাঁদাবাজ, দখলদার ও সন্ত্রাসমুক্ত করতে হাতপাখায় ভোট দেয়ার আহ্বান জানিয়ে ইসলামী আন্দোলন প্রার্থী ও দলের সিনিয়র নায়েবে আমীর মুফতী ফয়জুল করীম বলেছেন, একটি দল ৫ আগস্টের পর হাজার হাজার মানুষের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা ঠুকে লক্ষ কোটি টাকা অবৈধভাবে বাণিজ্য করেছে। এজন্য আমরা আন্দোলন-সংগ্রাম করি নাই। হাতপাখা প্রতীক বিজয়ী হলে নির্বাচনী এলাকায় জুলুম অত্যাচার শতভাগ বন্ধ হয়ে যাবে এবং বেকারত্ব দূর করে কর্মসংস্থান তৈরির ঘোষণাও দেন তিনি। রোববার (৮ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে বরিশাল শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে হাতপাখা প্রতীকের নির্বাচনী শেষ জনসভায় প্রধান অতিথির ভাষনে তিনি একটি বারের জন্য পরীক্ষা করার সুযোগ চেয়েছেন। তিনি বরিশালবাসীর উদ্দেশ্যে বলেন, ওদেরকে বার বার পরীক্ষা করেছেন বার বার ফেল করেছে। তাই একটিবারের জন্য তিনি পরীক্ষার আবেদন জানান। মুফতী ফয়জুল করীম বলেন, বরিশালের বস্তিগুলোতে বিগত ৩০ থেকে ৪০ বছর পূর্বে যে অবস্থা ছিলো, জীবন-যাত্রার মান যা ছিলো আজও একই অবস্থায় রয়ে গেছে। হাজার হাজার দায়িত্বশীল ও ক্ষমতাশীল পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু গরীব ভাই-বোনদের জীবন-যাত্রার মানে কোনো পরিবর্তন হয়নি। তাদেরকে বার বার ঠকিয়ে ভোট নিয়ে আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে। এই ডাকাত-চোর এবং লুটেরাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের আহবান জানিয়ে তিনি বলেন হাতপাখা বিজয়ী হলে বরিশালকে চাঁদাবাজমুক্ত করা হবে। তিনি আরো বলেন, সাধারণ মানুষ নিরাপত্তাহীন। এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে সৎ, ন্যায়ভিত্তিক ও আল্লাহভীরু নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সেই লক্ষ্যে সবাইকে হাতপাখায় ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন, তিনি নির্বাচিত হলে জনগণের জানমাল ও সম্মান রক্ষায় আপসহীন থাকবে এবং কোনো ধরনের চাঁদাবাজি, দখলদারি ও দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না। সমাবেশ শেষে একটি মিছিল শহীদ মিনার এলাকা থেকে শুরু হয়ে সদর রোড, বাজার রোড, চকবাজার এলাকা প্রদক্ষিণ করে।

বরিশালে সাংবাদিকদের সঙ্গে সেনাবাহিনীর মতবিনিময়

কীর্তনখোলা রিপোর্ট
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে জেলার সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছে সেনাবাহিনী। গতকালরোববার বেলা ১১ টায় শহরের এলজিইডি কার্যালয়ের সভাকক্ষে এই মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। মতবিনিময় সভায় সেনাবাহিনীর বরিশাল মৎস্য প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের ক্যাম্প কমান্ডার মেজর সৈকত বলেন, ২০২৪ সালের ২০ জুলাই থেকে সেনাবাহিনী দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার পাশাপাশি দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি শৃংখলা বজায় রাখতে কাজ করছে। নির্বাচন কমিশন ও সরকারি ২ এর পাতায় দেখুন

হাদির বোন
বিচার চাইলেই বলা হচ্ছে আমরা নির্বাচন বানচাল করতে চাই

নলছিটি প্রতিনিধি
ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক ও জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের অন্যতম মুখ শহীদ শরিফ ওসমান হাদির বোন মাসুমা হাদি বলেছেন, হাদি হত্যার বিচার চাইলেই বলা হচ্ছে আমরা নির্বাচন বানচাল করতে চাই। আমি তাদের বলতে চাই, আমরা না তারাই নির্বাচন বানচাল করতে চায়। ১২ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন হতেই হবে; ভারত চায় ১২ ফেব্রুয়ারি এই দেশে নির্বাচন না হোক। রোববার ২ এর পাতায় দেখুন

বাকেরগঞ্জে দাঁড়িপাল্লার গণজোয়ার সৃষ্টি হয়েছে : বাবর

বাকেরগঞ্জ প্রতিনিধি
বরিশাল মহানগর জামায়াতের আমির অধ্যক্ষ জহির উদ্দীন বাবর বলেছেন, বাকেরগঞ্জে দাঁড়িপাল্লার পক্ষে যে গণজোয়ার সৃষ্টি হয়েছে তার ফলস্রুতিতে ভোট বিপ্লব ঘটবে ১২ ফেব্রুয়ারী। দীর্ঘদিনের বঞ্চনার সমুচিত জবাব বাকেরগঞ্জবাসী দেবে ব্যালটের মাধ্যমে। বাকেরগঞ্জে সার্বিক পরিস্থিতি অবলোকন করলে এমনটাই প্রতীয়মান হয়। রবিবার (৮ ফেব্রুয়ারি) বিকেল ৫টায় বাকেরগঞ্জ দাড়িয়াল ইউনিয়নে
২ এর পাতায় দেখুন

চরমোনাই ইউনিয়নের বুখাইনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে উঠান বৈঠকে বক্তৃতা করছেন বরিশাল সদর আসনে ধানের শীষের মনোনীত প্রার্থী অ্যাড. মজিবর রহমান সরোয়ার -কীর্তনখোলা

নির্বাচনী সহিংসতার ৪০ শতাংশই বরিশাল বিভাগে

কীর্তনখোলা রিপোর্ট
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার আগে ও পরে নির্বাচনি সহিংসতা সবচেয়ে বেশি হয়েছে বরিশাল বিভাগে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের (টিআইবি) এক গবেষণা অনুযায়ী, সারাদেশের মোট সহিংসতার ৪০ শতাংশ ঘটেছে বরিশাল বিভাগে। এছাড়া রাজশাহী বিভাগে ১৭.৫%, ঢাকায় ১৫.২%, ময়মনসিংহে ৮.৭% সহিংসতা ও সংঘর্ষ হয়েছে। ২ এর পাতায় দেখুন

বিএনপি জয়ী হলে যোগ্য প্রার্থীর চাকরি হবে: সান্টু

বানারীপাড়া প্রতিনিধি
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে বরিশালের বানারীপাড়া উপজেলা ও পৌর বিএনপি এবং অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের সমর্থকদের নিয়ে উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল রোববার বিকাল ৪ টায় অনুষ্ঠিতব্য বানারীপাড়া সরকারি মডেল ইউনিয়ন ইনিস্টটিউশন মাঠের এ উঠান বৈঠকে বানারীপাড়া উপজেলা বিএনপির সভাপতি শাহে আলম মিয়ার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য ও বরিশাল -২ আসনের (বানারীপাড়া-উজিরপুর) বিএনপি মনোনীত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী সরদার
২ এর পাতায় দেখুন

বরিশালে সব ধরনের স্থল ও নৌযান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা

কীর্তনখোলা রিপোর্ট
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে বরিশাল জেলাজুড়ে সব ধরনের যানবাহন ও নৌ-যান চলাচলের ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। বরিশাল জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা মো. খায়রুল আলম সুমন স্বাক্ষরিত এক গণবিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তি বলা হয়, ১১ ফেব্রুয়ারি দিনগত রাত ১২টা থেকে ভোটের দিন ১২ ফেব্রুয়ারি দিনগত রাত ১২ টা পর্যন্ত বরিশাল জেলার সমগ্র এলাকায় ট্যাক্সি ক্যাব, পিক-আপ, মাইক্রোবাস ও ট্রাক চলাচলের ওপর ২ এর পাতায় দেখুন

বরিশাল-২ আসনে চিকিৎসকের পরামর্শে সরে দাঁড়ালেন এক প্রার্থী

উজিরপুর প্রতিনিধি
অসুস্থতার কারণে চিকিৎসকের পরামর্শে আসন্ন সংসদ নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন বরিশাল-২ (উজিরপুর-বানারীপাড়া) আসনের বাংলাদেশ জাসদ মনোনীত ও গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্ট সমর্থিত প্রার্থী আবুল কালাম আজাদ। রোববার (০৮ ফেব্রুয়ারি) বেলা ১১টায় উজিরপুর প্রেসক্লাবে প্রার্থীর পক্ষে এক সংবাদ সম্মেলনে নির্বাচনের সকল কার্যক্রম স্থগিতের ঘোষণা দেন জাসদ প্রার্থীর উজিরপুর উপজেলার নির্বাচন পরিচালনা কমিটির ২ এর পাতায় দেখুন

কলাপাড়ায় নির্মাণাধীন সেতুর সাটার ভেঙে শ্রমিক নিহত

কলাপাড়া প্রতিনিধি
নির্মাণাধীন ফোরলেন সেতুর লোহার সাটার ভেঙ্গে রাবনাবাদ নদীতে পড়ে রাসেল হাওলাদার নামের এক নির্মাণ শ্রমিক নিহত হয়েছে। এঘটনায় আহত হয়েছে আরও অন্তত ১০ শ্রমিক। রবিবার সকাল এগারোটায় কলাপাড়া উপজেলার লালুয়া অংশে সেতুর এ দুর্ঘটনা ঘটে। আহতদের মধ্যে গুরুতর অবস্থায় রঞ্জু ও রাকিবুল নামের দুই শ্রমিককে উন্নত চিকিৎসার জন্য বরিশাল সেবাচিম হাসপাতালে প্রেরন করা হয়েছে। মৃত রাসেল টিয়াখালী ২ এর পাতায় দেখুন

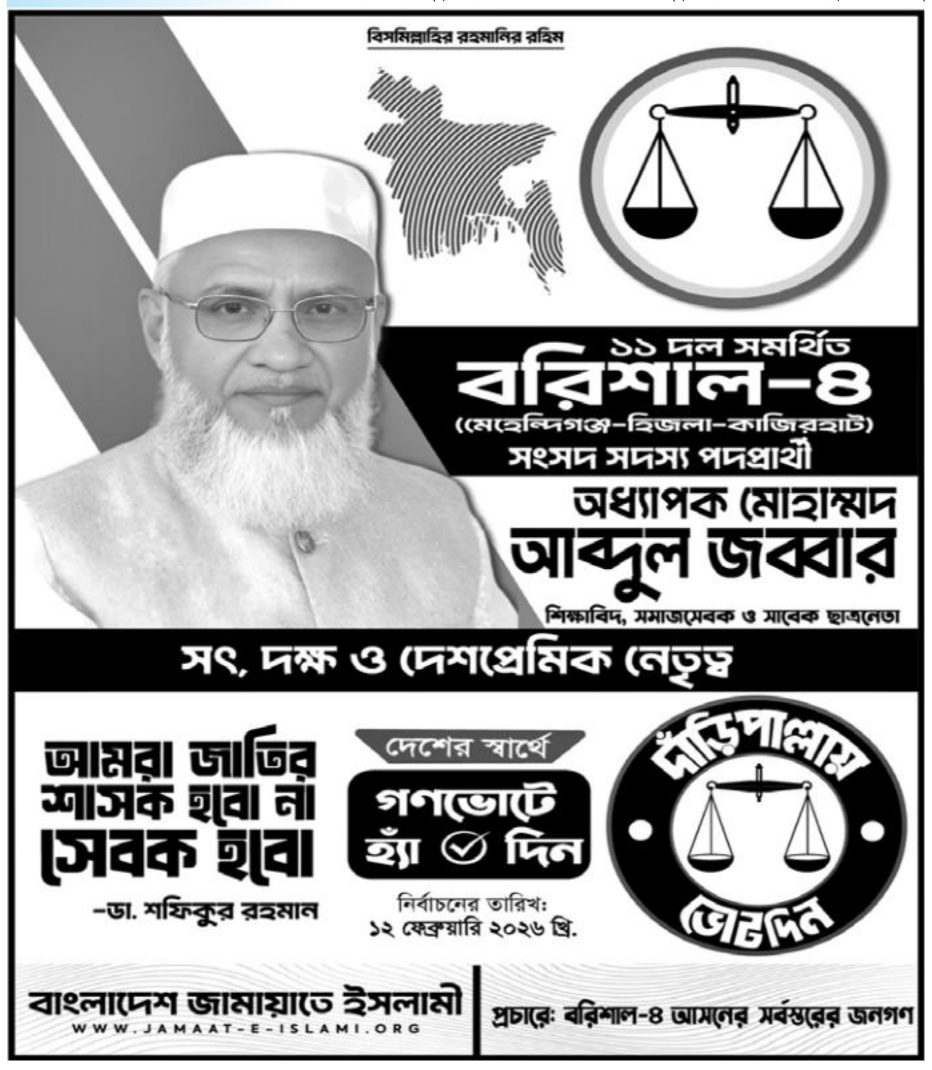

হিজলায় দাঁড়িপাল্লার মিছিল ও গণসংযোগে জনতার ঢল

আবদুল কাদের, হিজলা
বরিশাল-৪ (মেহেন্দিগঞ্জ-হিজলা-কাজিরহাট) আসনে ১১ দলীয় ঐক্যজোট সমর্থিত ও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মনোনীত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার এর সমর্থনে বিশাল নির্বাচনী গণ-মিছিল ও ব্যাপক গণসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে শত সহস্র মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেন। রবিবার বিকাল সাড়ে ৪টায় উপজেলা জামায়াত কার্যালয় থেকে গণ-মিছিল শুরু হয়ে উপজেলা সদরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে খুন্না বাজার সংলগ্ন ফায়ার সার্ভিস মোড়ে ব্রিজে গিয়ে পথ সভার মাধ্যমে শেষ হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা জামায়াতের আমীর নুরুল আমিন এবং পরিচালনা করেন উপজেলা সেক্রেটারি সৈয়দ গুলজার আলম। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জামাযাতের বরিশাল-৪ আসনের নির্বাচন পরিচালক এ্যাডভোকেট জহির ২ এর পাতায় দেখুন

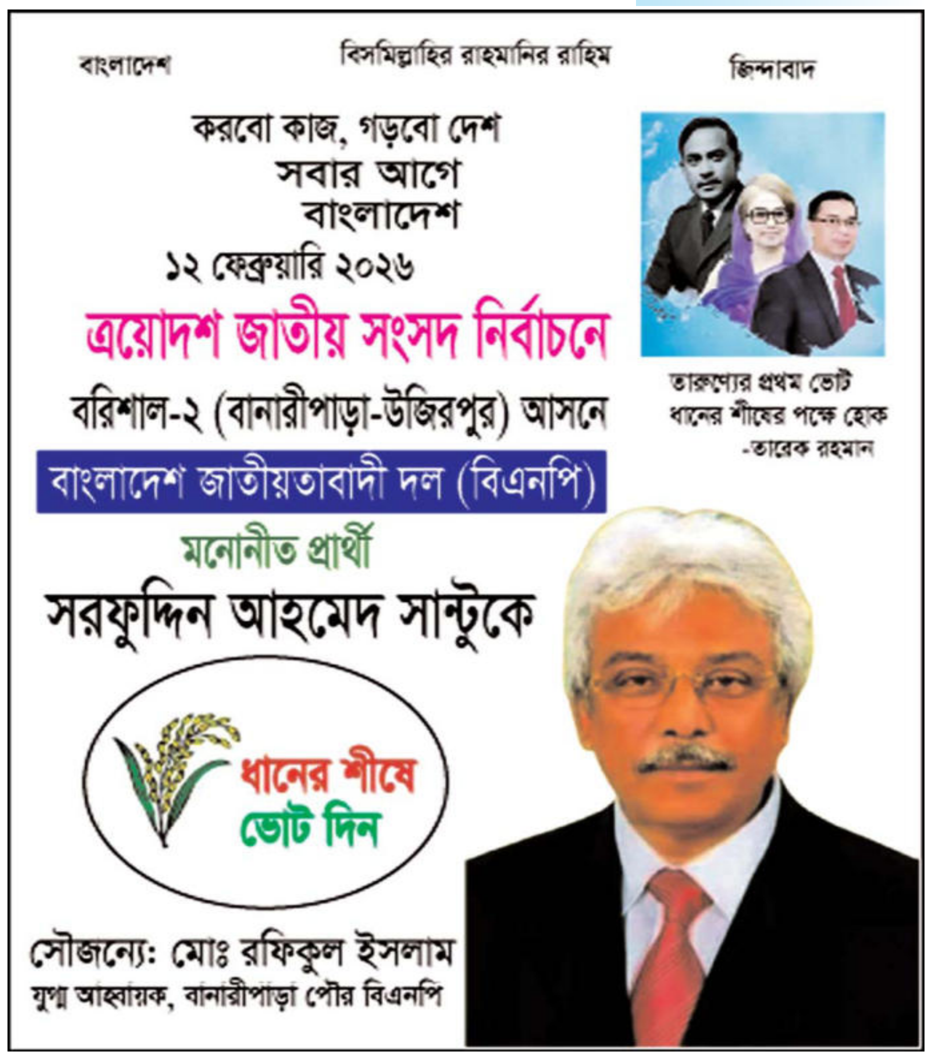

সম্পাদকীয়

নিত্যপণ্যের সংকট বাড়তে পারে

দেশের প্রধান সমুদ্রবন্দর চট্টগ্রামের কার্যক্রম পুরোপুরি অচল হয়ে পড়েছে। এই বন্দরের নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল (এনসিটি) বিদেশি প্রতিষ্ঠানের কাছে ইজারা দেওয়ার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে শ্রমিক-কর্মচারীদের লাগাতার কর্মবিরতি চলছে। ফলে এই বন্দর দিয়ে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, রমজানের আগে বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সংকট তীব্রতর হবে। অন্যদিকে সময়মতো রপ্তানি কনটেইনার পাঠাতে না পারলে তৈরি পোশাক শিল্প বড় ধরনের ক্ষতির মুখে পড়বে। প্রকাশিত প্রতিবেদনে বন্দরের দুরবস্থার যে চিত্র উঠে এসেছে, নানা কারণেই তা বড় বেশি আশঙ্কা তৈরি করে। প্রতিবেদনে বলা হয়, দেশের অর্থনীতির প্রবেশদ্বার চট্টগ্রাম বন্দরের মূল তিনটি টার্মিনাল বুধবারও ছিল জনশূন্য। শ্রমিক-কর্মচারীদের লাগাতার কর্মবিরতিতে বন্দরজুড়ে এখন ভূতুড়ে নীরবতা। আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য থমকে আছে। জেটিতে থাকা ১৪টি জাহাজ পণ্য খালাস করতে না পেরে আটকা পড়েছে। অথচ এই বন্দরে ২৪ ঘণ্টাই সচল থাকত জেনারেল কার্গো বার্থ (জিসিবি), চিটাগাং কনটেইনার টার্মিনাল (সিসিটি) ও এনসিটি। জানা গেছে, গত মঙ্গলবার থেকে নতুন জাহাজ জেটিতে ভেড়ানো সম্ভব হয়নি। এমনকি বহির্নোঙরে যাওয়ার জন্য তৈরি জাহাজগুলোও বন্দর ত্যাগ করতে পারেনি। আন্দোলনকারীরা বন্দরের প্রতিটি প্রবেশপথে শক্ত অবস্থান নিয়েছেন। স্বাভাবিক সময়ে বন্দরের ৪ নম্বর গেটের সামনে রপ্তানি ও আমদানি পণ্যবাহী লরি ও ট্রেলারের দীর্ঘ সারি থাকে। বুধবার গেটের দুই পাশই ছিল তালাবদ্ধ। জেটি ও বহির্নোঙরে ১৪২টি জাহাজ আটকা পড়ে আছে। এর মধ্যে উল্লেযোগ্যসংখ্যক জাহাজে রয়েছে চিনি, ভোজ্যতেল ও ডালের মতো পণ্য। আমদানিকারকরা আশঙ্কা করছেন, এভাবে টার্মিনাল অচল থাকলে বাজারে সরবরাহব্যবস্থা পুরোপুরি ভেঙে পড়বে এবং পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে। রমজান মাসে পণ্য সরবরাহে ঘাটতি দেখা দেবে এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পণ্যের দাম বেড়ে যাবে। বেসরকারি ডিপোগুলোতে বুধবার পর্যন্ত ১০ হাজার ৮১৭ টিইইউস (২০ ফুট দৈর্ঘ্যের কনটেইনারের একক) বা রপ্তানি কনটেইনার আটকা ছিল। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, বিদেশি জাহাজগুলো যদি পণ্য না নিয়ে বন্দর ত্যাগ করতে শুরু করে, তবে তৈরি পোশাক খাতের শত শত কোটি টাকার ক্রয়াদেশ বাতিলের আশঙ্কা তৈরি হবে। স্বাভাবিক সময়ে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে প্রতিদিন গড়ে পাঁচ হাজার একক (টিইইউস) পণ্যবাহী কনটেইনার খালাস হয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে যায়। কিন্তু গত শনিবার থেকে এই চিত্র বদলে গেছে। শনিবার কনটেইনার খালাস কমে দাঁড়ায় এক হাজার ৭৫০ টিইইউসে। গত রবি ও সোমবার তা আরো কমে এক হাজার ৬৮৪ এবং এক হাজার ২৩০ টিইইউসে ঠেকেছে। ফলে রাজস্ব আদায়ও কমে গেছে। প্রতিদিন যেখানে গড়ে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা থাকে ১৭০ কোটি টাকা, কর্মবিরতির দরুন দৈনিক রাজস্ব আদায়ের হার প্রায় ৪০ শতাংশ কমেছে। আন্দোলনের মুখে বন্দর কর্তৃপক্ষ ৩১ শ্রমিক-কর্মচারীকে মোংলা ও পায়রা বন্দরে বদলি করেছে। এতে আন্দোলন দমানোর পরিবর্তে তা আরো তীব্র হয়েছে। বন্দর রক্ষা সংগ্রাম পরিষদের সমন্বয়ক হুমায়ুন কবির বলেন, 'আমাদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে। এনসিটি ইজারা বাতিল ও বদলি করা কর্মচারীদের বদলির আদেশ প্রত্যাহার না হওয়া পর্যন্ত এই টার্মিনালগুলো এভাবেই জনশূন্য থাকবে।' শিপিং এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক পরিচালক খায়রুল আলম সুজন কালের কণ্ঠকে বলেন, আন্দোলনরত শ্রমিক-কর্মচারীদের সঙ্গে বসে এই সংকট দ্রুত সময়ের মধ্যে সমাধান করা জরুরি হয়ে পড়েছে। ব্যবসায়ীদের শঙ্কা, চলতি সপ্তাহে আমদানি করা পণ্য বাজারে না পৌঁছলে আসন্ন রমজানে বড় ধরনের সরবরাহ সংকট দেখা দেবে। আমরা চাই, দ্রুততম সময়ের মধ্যে শ্রমিক-কর্মচারীদের সঙ্গে বসে এই সমস্যার সমাধান করার পাশাপাশি আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম স্বাভাবিক করা হোক।

হিজলায় দাঁড়িপাল্লার মিছিল

উদ্দিন ইয়ামিন, জেলা কর্মপরিষদ সদস্য নুরুল হক সোহরাব, উপজেলা নায়েবে আমীর মাওলানা হারুন-অর-রশিদ, সাবেক উপজেলা সেক্রেটারী মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, বড়জালিয়া ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও জামায়াত নেতা শাহে আলম চৌধুরী সামু, বরিশাল-৪ আসনের মিডিয়া সেলের আহবায়ক মুজাহিদুল ইসলাম ইউসুফ, উপজেলা জামায়াতের কর্মপরিষদ সদস্য মাওলানা আবুল কালাম, মোঃ ফরিদ উদ্দিন, মোঃ খলিলুর রহমান ও মাস্টার ইয়াছিন হেলাল, বড়জালিয়া ইউনিয়ন আমীর মাওলানা হাবিবুল্লাহ ও গুয়াবাড়িয়া ইউনিয়ন আমীর ইমরুল হাসান শিপু প্রমুখ। এছাড়াও উপজেলার হরিনাথপুর, মেমানিয়া, গুয়াবাড়িয়া, হিজলা গৌরবদী ও ধুলখোলা ইউনিয়ন জামায়াতের উদ্যোগে বিভিন্ন স্থানে দিনব্যাপী গণসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গণসংযোগ ও পথসভায় নেতৃবৃন্দ ভোটারদের উদ্দেশে আগামী নির্বাচনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে দূর্নীতি মুক্ত, ন্যায় ও ইনসাফ ভীত্তিক দেশ গঠনে ও এলাকার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে দাড়ি পাল্লায় ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান।

বিএনপি জয়ী হলে যোগ্য

সরফুদ্দিন আহমেদ সান্টু। তিনি তার বক্তব্যে উপস্থিত সমর্থকদের উদ্দেশ্যে বলেন, বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে তাদের দল ছাড়া অন্য দলের সমর্থকদের সন্তানদের চাকরি হতো না। আসন্ন নির্বাচনে ভোটে জয়ী হয়ে বিএনপি সরকার গঠন করতে পারলে দল-মত নির্বিশেষে যোগ্য চাকুরী প্রার্থীর চাকুরি হবে। প্রত্যেক পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ নারী একটি করে ফ্যামিলি কার্ড পাবেন যা থেকে আপনারা বঞ্চিত হবেন না। স্বাস্থ্য ও কৃষিখাতের ব্যাপক উন্নয়নের চিন্তাও বিএনপির রয়েছে বলে জানান।এছাড়াও তিনি বলেন বাংলাদেশ ও পাকিস্তান ছাড়া আর কোনো দেশে জামায়াত ইসলামি নামে কোনো দল নেই।জামায়াত কোনো ইসলামি দল নয়।তারা ভোটের নামে জান্নাত বিক্রি করে কিন্তু জান্নাত দেয়ার মালিক তারা নয়। জান্নাত দেয়ার মালিক মহান আল্লাহ। তারা স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি। তাদেরকে কেউ ভোট দিবেন না।বরিশাল-২ আসনে তিনি নির্বাচিত হলে সন্ধ্যা নদীতে ব্রিজ নির্মানের চেষ্টা করবেন বলে জানান।বানারীপাড়ার শিয়ালকাঠি থেকে ফেরীঘাটের খেয়া চলাচলের টোল ফ্রি করার ঘোষনাও দেন। তিনি আরো বলেন ১২ ফেব্রুয়ারী সারাদিন আপনারা ভোট কেন্দ্রের কাছাকাছি অবস্থান করবেন।যাতে কোনো দল ভোট কারচুপি করতে না পারে। উক্ত উঠান বৈঠকে বিশেষ বক্তা হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য দুলাল হোসেন, বরিশাল জেলা বিএনপির সদস্য সচিব মোঃ আবুল কালাম শাহীন। বানারীপাড়া উপজেলা বিএনপির সাধারন সম্পাদক রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ মৃধা ও পৌর বিএনপির সাধারন সম্পাদক হাবিবুর রহমান জুয়েলের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন শেরেই-বাংলা এ কে ফজলল হকের নাতনী নিনা হক,বানারীপাড়া পৌর বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দুস সালাম,উপজেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আহসান কবির নান্না হাওলাদার,উপজেলা যুবদলের সভাপতি সাব্বির আহমেদ সুমন হাওলাদার। এছাড়াও অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বানারীপাড়া উপজেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আঃ সবুর খান, কাজী বশির উদ্দিন আহমেদ, সাংগাঠনিক সম্পাদক রুহুল আমীন মল্লিক, পৌর বিএনপির সভাপতি শাহ ইমরান আহমেদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম, সাংগাঠনিক সম্পাদক শফিকুল ইসলাম রিপন, ফারুক হোসেন মল্লিক,উপজেলা যুবদলের সভাপতি মিজান ফকির, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক সাইদুল ইসলাম,মহিলা দলের সভানেত্রী ডেইজি বেগম,উপজেলা ছাত্রদলের আহবায়ক রুবেল হোসেন প্রমূখ।উক্ত উঠান বৈঠকে বরিশাল -২ আসনে এনপিপির মনোনীত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী সাহেব আলী হাওলাদার রনী নির্বাচন থেকে সরে গিয়ে বিএনপি মনোনীত প্রার্থীকে সমর্থন জানিয়েছেন।এছাড়াও শেরেই বাংলা একে ফজলুল হকের নাতি ফাইয়াজুল হক রাজুর ছেলে ধানের শীষের সমর্থন করে ভোট চেয়েছেন। উপজেলার ৮ টি ইউনিয়ন ও পৌরসভার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ এ উঠান বৈঠকে অংশগ্রহণ করায় বানারীপাড়া হাইস্কুল মাঠ ও পৌরসভার বিভিন্ন অলিগলি লোকারন্য হয়ে উঠেছিলো।

নির্বাচনী সহিংসতার ৪০

সবচেয়ে কম সংঘর্ষ হয়েছে সিলেট বিভাগে, মাত্র ০.২ শতাংশ। রবিবার (৮ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে রাজধানীর ধানমন্ডিতে টিআইবির কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য তুলে ধরা হয়। টিআইবির গবেষণা বলছে, নির্বাচনি প্রচারণায় আচরণবিধি প্রতিপালনের ক্ষেত্রে সব প্রার্থী কোনো না কোনো নির্বাচনি আচরণবিধি ভঙ্গ করেছেন। সংবাদ সম্মেলনে গণভোট ও প্রাক্?-নির্বাচন পরিস্থিতি নিয়ে টিআইবির প্রতিবেদন তুলে ধরেন সংস্থার জ্যেষ্ঠ গবেষণা কর্মকর্তা মো. মাহফুজুল হক। পরে সার্বিক পর্যবেক্ষণ উপস্থাপন করেন নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান। এছাড়া মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানের তথ্যবিহীন প্রচারণা সামগ্রী ব্যবহার; যানবাহন সহকারে মিছিল, মশাল মিছিল, শো-ডাউন ইত্যাদি; প্রতিপক্ষ প্রার্থীর পোস্টার, ব্যানার বা ফেস্টুন ছিঁড়ে ফেলা, নষ্ট করা; পাঁচ জনের বেশি সমর্থক নিয়ে মনোনয়নপত্র জমাসহ বিভিন্ন বিষয় টিআইবির গবেষণায় উঠে এসেছে। টিআইবি বলছে, নির্বাচনের শুরুর দিকে তুলনামূলক সুস্থ প্রতিযোগিতার লক্ষণ দেখা গেলেও বিভিন্ন দল ও জোটের মধ্যে সংঘাত, কোন্দল, অসুস্থ প্রতিযোগিতা ও সহিংসতা ক্রমেই বাড়ছে বলে মন্তব্য করেছেন টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান। তিনি বলেন, 'দুটি ভোট সুচারুভাবে সম্পন্ন হবে যদি সবাই বিধিসম্মত আচরণ করেন। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের। তারা চাইলে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব।' তিনি আরও বলেন, 'এবারের নির্বাচনে ন্যূনতম ৫ শতাংশ নারীকে মনোনয়ন দেওয়ার কথা বলা হলেও কোনো দলই সেটি করেনি।' এ প্রসঙ্গে টিআইবির নির্বাহী পরিচালক বলেন, 'একজন নারীকেও মনোনয়ন না দিয়ে জামায়াতে ইসলামী ন্যাক্কারজনক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। জামায়াত দেবে বলে আমরা আশাও করিনি। কিন্তু যাদের কাছ থেকে আশা করেছিলাম, তারা কী করেছে? ক্রিয়াশীল সবচেয়ে বড় দলের প্রার্থীদের ২ দশমিক ৭ শতাংশ নারী। কেন?' নারী প্রার্থী মনোনয়নে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) অবস্থা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। অর্থ, ধর্ম, পেশি, পুরুষতন্ত্র ও গরিষ্ঠতন্ত্র এই পাঁচটি বিষয়কে বাংলাদেশে 'মৌলিক রাজনৈতিক পুঁজি' বলে উল্লেখ করেছেন ইফতেখারুজ্জামান। তিনি বলেন, 'সংখ্যালঘু, নারীসহ সব পর্যায়ের ভোটারের নিরাপত্তার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশন ও সংশ্লিষ্ট বাহিনীগুলোর। তবে মূল দায়িত্ব রাজনৈতিক দলগুলোর।' ইফতেখারুজ্জামান বলেন, 'বর্তমান সরকারের সময়েও দুর্নীতি অব্যাহত আছে। এই সরকারে দুদকের সংস্কারের সুযোগ থাকলেও তা করা হয়নি। অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টাদের সম্পদের হিসাব প্রকাশ না করা ভবিষ্যতের জন্য খারাপ উদাহরণ হয়ে থাকবে। অন্তর্বর্তী সরকার স্বচ্ছতার পরিচয় দিতে পারেনি।'

বাকেরগঞ্জে দাঁড়িপাল্লার

কামারখালী আলহাজ্ব হযরত আলী ডিগ্রি কলেজ মাঠে আয়োজিত এক নির্বাচনী জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। সভায় প্রধান বক্তা জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি ও বরিশাল-৬ আসনের দাঁড়িপাল্লার প্রার্থী মাওলানা মাহমুদুন্নবী তালুকদার বলেন, ১৩ তারিখে সূর্য উদিত হবে দাঁড়িপাল্লা পিঠে নিয়ে ইনশাল্লাহ । জনগণের সমর্থনে সংসদে যাওয়ার সুযোগ পেলে বাকেরগঞ্জকে দুর্নীতি ও চাঁদাবাজমুক্ত একটি আদর্শ উপজেলা হিসেবে গড়ে তোলার সর্বাত্মক চেষ্টা করা হবে। তিনি বলেন, সবাই ১২ তারিখ ফজরের নামাজ আদায় করে ভোটকেন্দ্রে গিয়ে প্রথম ভোট দেবেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর প্রতীক দাঁড়িপাল্লায় ইনশাআল্লাহ। সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন বরিশাল জেলা জামায়াতের নায়েবে আমির ডক্টর মাওলানা এস.এম মাহফুজুর রহমান, বাকেরগঞ্জ উপজেলা আমির মাওলানা ফিরোজ আলম, মাওঃ মোঃ নুরুল হক, বরিশাল মহানগর ব্যবসায়ী বিভাগের সভাপতি মোয়াজ্জেম হোসেন হাওলাদার, জেলা ছাত্রশিবিরের সভাপতি সাইয়্যেদ আহমেদ, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উপজেলা সভাপতি মোস্তাকুর রহমান। সভায় সভাপতিত্ব করেন দাড়িয়াল ইউনিয়ন জামায়াতের সভাপতি মাওলানা দেলোয়ার হোসেন খান। জনসভায় নারী-পুরুষসহ বিপুল সংখ্যক ভোটারের উপস্থিতিতে পুরো মাঠ স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে। জনসভা ঘিরে স্থানীয় জনগণের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

বিচার চাইলেই বলা হচ্ছে

(৮ ফেব্রুয়ারি) বেলা ১টার দিকে ঝালকাঠির নলছিটি বিজয় উল্লাস চত্বরে আয়োজিত শহীদ শরীফ ওসমান বিন হাদির হত্যাকারীদের বিচারের দাবিতে এক বিক্ষোভ কর্মসূচিতে তিনি এসব কথা বলেন। হত্যাকারীদের বিচার না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে উল্লেখ করে মাসুমা হাদি আরও বলেন, বিচার নিয়ে আমরা কোনো স্পষ্ট বার্তা পাচ্ছি না। আমাদের দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আমরা ঘরে ফিরবো না। গত স্বৈরাচারের সময়ে অনেকেই গুম-খুন হয়েছে। সর্বশেষ দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের পক্ষে কথা বলতে গিয়ে আমরা ভাই খুনের শিকার হয়েছে। আজকে এই শহীদের কোনো বিচার পাচ্ছি না। পিলখানার শহীদদের কোনো বিচার হয় নাই। এত রক্তের ওপর দাঁড়িয়ে, ১৭ বছরের গুম-খুনের ওপর দাঁড়িয়ে যে সরকারকে আমরা সমর্থন দিয়েছিলাম; আমরা ভেবেছিলাম পিলখানা হত্যার বিচার পাবো। আমরা ভেবে ছিলাম শহীদ আবরার ফাহাদ হত্যার বিচার পাবো। আপনারা দেখেছেন, চলচ্চিত্র জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র সালমান শাহ'র মা ২৪-এর পর কীভাবে তার ছেলে হত্যা বিচার নিয়ে লেগে পড়েছিলেন। উনি ভেবেছিলেন এই একটা সরকার আসছে, জনগণের সরকার অন্তত তার ছেলে হত্যার বিচার পাবেন। সালমান শাহ'র মা শেষ পর্যন্ত হতাশ হলেন, তার হত্যার বিচার হলো না। নির্বাচনে সবাইকে ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার আহ্বান জানিয়ে মাসুমা হাদি বলেন, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি আপনারা সবাই ভোটকেন্দ্রে যাবেন। বাংলাদেশের পক্ষে ভোট দেবেন। নির্বাচনের পরে যে সরকারই ক্ষমতাই আসুক ওসমান হাদির বিচার করতে হবে। আমরা শহীদ শরীফ ওসমান বিন হাদির ইনসাফের বাংলাদেশ চাই। এসময় বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্য, নলছিটি ইসলামিয়া ফাজিল ডিগ্রি মাদ্রাসা ও সরকারি নলছিটি মার্চেন্টস মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

কলাপাড়ায় নির্মাণাধীন সেতুর

ইউনিয়নের অঞ্জুপাড়া গ্রামের শাহ আলম হাওলাদারের ছেলে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সকালে ১০ থেকে ১৫ জন শ্রমিক সেতুর ওপরে লোহার সাটারের উপর বসে রড বাঁধাইয়ের কাজ শুরু করে। বেলা সাড়ে দশটার দিকে হঠাৎ চেইন ছিড়ে শ্রমিকদের সহ সাটারটি নদীতে পড়ে যায়। স্থানীয়রা তাৎক্ষনিক আহতদের উদ্ধার করে কলাপাড়া হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক রাসেলকে মৃত ঘোষণা করে। পায়রা বন্দরের সিক্সলেন সড়কের সঙ্গে সংযুক্ত ১১৮০ মিটার দীর্ঘ এ সেতুটি নির্মাণ করছে চায়না রেলওয়ে ব্রিজ কনস্ট্রাকশন গ্রুপ (সিআরবিজি) ও চায়না সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কনস্টিটিউশন কর্পোরেশন (সিসিইসিসি) নামের দুটি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান। ২০২৪ সালের ১২ মার্চ এ সেতুর নির্মাণ কাজ শুরু হয়। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা সরঞ্জামে অনেকটা ঘাটতি ছিলো বলে জানায় শ্রমিকরা। এদিকে ঘটনার পর পরই নিহত ও আহতদের পরিবারকে সমবেদনা জানাতে হাসপাতালে ছুটে এসেছেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক ও পটুয়াখালী-৪ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী এবিএম মোশাররফ হোসেন। কলাপাড়া থানার ওসি রবিউল ইসলাম বলেন, লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে বলে জানান এ কর্মকর্তা।

বরিশাল-২ আসনে

আহ্বায়ক মো. শফিকুল ইসলাম করীম খান। তিনি জানান, গুরুতর অসুস্থতার কারণে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকায় প্রার্থী নিজে সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত থাকতে পারেননি। তবে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোয় নেতাকর্মী এবং ভোটারদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছেন প্রার্থী আবুল কালাম। এদিকে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেও নির্দিষ্ট করে কোনো প্রার্থীকে সমর্থনের বিষয়টি প্রকাশ করা হয়নি সংবাদ সম্মেলনে। তবে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ, ১৯৯০ ও ২০২৪ এর গণঅভ্যুত্থানের চেতনা যারা ধারণ করে সেই প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি। সংবাদ সম্মেলনে শফিকুল ইসলাম জানান, নির্বাচনী প্রচারণার অংশ হিসেবে লিফলেট বিতরণ, ব্যানার টাঙানো, গণসংযোগ, উঠান বৈঠকসহ বিভিন্ন কর্মসূচি চালিয়ে আসছিলেন মোটরগাড়ি প্রতীকের প্রার্থী। তার প্রচারণায় উজিরপুর ও বানারীপাড়া উপজেলায় দলীয় নেতাকর্মী, সমর্থক ও সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল। তিনি বলেন, দীর্ঘদিন ধরে শারীরিক সমস্যায় ভুগলেও দলের আহ্বান ও জনগণের প্রত্যাশার কথা বিবেচনা করে মাঠে সক্রিয় ছিলেন জাসদের এই প্রার্থী। তবে গত ৪ ফেব্রুয়ারি হঠাৎ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে চিকিৎসকরা তাকে সম্পূর্ণ বিশ্রামে থাকার পরামর্শ দেন। বর্তমান শারীরিক অবস্থায় নির্বাচনি কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া সম্ভব না হওয়ায় অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রচারণা বন্ধের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হন। এসময় সংবাদ সম্মেলনে প্রার্থীর পক্ষে দলীয় নেতাকর্মী, সমর্থক, আত্মীয়-স্বজন ও এলাকাবাসির কাছে দুঃখ প্রকাশ করেন নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক শফিকুল ইসলাম করীম খান।

বরিশালে সব ধরনের

নিষেধাজ্ঞা থাকবে। একই সময়ের বরিশাল জেলার সব এলাকায় লঞ্চ, ইঞ্জিন চালিত বোট (নির্দিষ্ট রুটে চলাচলকারী ব্যতীত) এবং স্পিডবোট চলাচলের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। তবে ভোটার ও জনসাধারণের চলাচলের একমাত্র মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত ক্ষুদ্র নৌ-যান বা সাধারণ নৌকা এই নিষেধাজ্ঞার বাইরে থাকবে। এছাড়া, ১০ ফেব্রুয়ারি দিবাগত রাত ১২ টা থেকে ১৩ ফেব্রুয়ারি মধ্যরাত পর্যন্ত মোটরসাইকেল চলাচলের ওপর পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা থাকবে। তবে নিষেধাজ্ঞার আওতামুক্ত থাকবে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, সশস্ত্র বাহিনী ও প্রশাসনের জরুরি কাজে নিয়োজিত যানবাহন। সংবাদ সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত সংবাদকর্মী এবং নির্বাচন পর্যবেক্ষক (পরিচয়পত্র থাকা সাপেক্ষে), অ্যাম্বুলেন্স, ফায়ার সার্ভিস, বিদ্যুৎ, গ্যাস, ডাক ও টেলিযোগাযোগের মতো জরুরি সেবা। বিমানবন্দরগামী যাত্রী বা বিদেশ ফেরত যাত্রী (টিকিট বা প্রমাণ প্রদর্শন সাপেক্ষে)। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ও তাদের নির্বাচনী এজেন্টের জন্য রিটার্নিং অফিসারের অনুমতিপ্রাপ্ত একটি গাড়ি। মহাসড়ক এবং বন্দর থেকে পণ্য সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় প্রধান প্রধান সড়ক। বরিশাল জেলা প্রশাসক মো. খায়রুল আলম সুমন জানান, 'শান্তিপূর্ণ নির্বাচন সম্পন্ন করার লক্ষ্য এই আদেশ জারি করা হয়েছে। আদেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানান তিনি।'

বরিশালে সাংবাদিকদের সঙ্গে

নির্দেশনা অনুযায়ী সেনাবাহিনী বেসামরিক প্রশাসন ও অনান্য বাহিনীকে সহয়তা প্রদান করে আইনশৃংখলা রক্ষা, ভোট কেন্দ্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং একটি শান্তিপূর্ণ, সুষ্ঠ ও গ্রহনযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। তিনি বলেন, সেনাবাহিনী নিরপেক্ষ ও পেশাদারিত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছে। সেনাবাহিনী কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষে বা বিপক্ষে নয়।সেনাবাহিনীর একমাত্র লক্ষ্য সংবিধান অনুসরন করে জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যাতে সকলে নিশ্চিন্তে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে। এসময় তারা গণমাধ্যম কর্মীসহ সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। মতবিনিময় সভায় জেলার বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

বিভিন্ন বাহিনীর ভেতরে

(এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। রোববার সন্ধ্যায় বাংলাদেশ টেলিভিশনে সম্প্রচার হওয়া জাতির উদ্দেশে দেওয়া বক্তব্যে এ কথা বলেন তিনি। নাহিদ ইসলাম বলেন, আমরা স্পষ্ট ঘোষণা দিচ্ছি বিভিন্ন বাহিনীর ভেতরে গুম, খুন, নির্যাতন, দুর্নীতি ও লুটপাটের সঙ্গে জড়িত লুকিয়ে থাকা সকল অপরাধীকে শনাক্ত করা হবে। তদন্ত ও বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে প্রকৃত দায়ীদের বিচারের আওতায় এনে শাস্তি বিধান করা হবে। খুনি হাসিনাকে উৎখাত করার পর এই সকল অপরাধীকে গ্রেপ্তার ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা দিয়ে সারা দেশে সশস্ত্র বাহিনীকে নামানো হয়েছে। কিন্তু সুপিরিয়র কমান্ডের অনাগ্রহের কারণে তারা কোনো কার্যকর ভূমিকা পালন করেনি। 'অপারেশন ডেভিল হান্ট' শুরু হলেও অপরাধীদের শনাক্ত করা, অস্ত্র উদ্ধার, গ্রেপ্তারের মতো কোনো উল্লেখযোগ্য কাজ হয়নি। ফ্যাসিস্ট যুগে সংঘটিত গুম-খুন, নির্যাতন, মিথ্যা মামলা ও হামলার বিচার হবে বলে জানান নাহিদ। তিনি বলেন, দীর্ঘ ১৫ বছর ফ্যাসিবাদী শাসনে খুনি হাসিনা গুম, হত্যা, বিনা বিচারে কারাবন্দী, হামলা, নির্যাতন, মিথ্যা মামলা করার ক্ষেত্রে পুরো রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করেছে। এতে আওয়ামী লীগ ও তার ছাত্রলীগসহ সকল অঙ্গসংগঠন, পুলিশ, র?্যাব, বিজিবি, ডিজিএফআই, এনএসআই এমন সকল সরকারি বাহিনী ও সংস্থাকে সক্রিয়ভাবে কাজে লাগিয়েছে। তার এই অপকর্মে ব্যবহৃত হয়েছে জনপ্রশাসন, বিচার বিভাগ, সশস্ত্র বাহিনীসহ রাষ্ট্রের সকল প্রতিষ্ঠান। ২৪-এর গণ-অভ্যুত্থান বা জুলাই বিপ্লব সম্পন্ন হওয়ার পরে এর সবগুলোই ভেঙে পড়েছে। এতে নেতৃত্বদানকারী হোমড়া-চোমড়াদের কিছু লোক পালিয়েছে, কিছু বিচারের আওতায় এসেছে, অনেককে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে। বহু সামরিক-বেসামরিক আমলা ও বিচারক এখনো কর্মে নিয়োজিত রয়েছে। জুডিশিয়ারি, সিভিল সার্ভিস ও পুলিশ বিভাগের শীর্ষ নেতৃত্ব ভেঙে পড়লেও ডিফেন্স সার্ভিস এখনো অটুট রয়েছে। তবে হাজার হাজার খুনি, লুটেরা, অপরাধীর সেনানিবাসে আশ্রয় নেওয়া, সেখান থেকে নিরাপদে দেশান্তরিত হওয়া, কর্মস্থল থেকে কিছু জেনারেলের পালিয়ে যাওয়া, অবসরপ্রাপ্তদের বৈরিরাষ্ট্রে আশ্রয় নেওয়া, রিটায়ার্ড কিছু অফিসারের ব্যক্তিগত তথ্য জনসম্মুখে ফাঁস করে তাদের জব্দ করার সেনাগোয়েন্দাদের চেষ্টা জনসমাজে সশস্ত্র বাহিনীর ব্যাপক অমর্যাদা ঘটিয়েছে। নাহিদ বলেন, গুমবিষয়ক কমিশন ১,৮৫০টির বেশি অভিযোগ নিয়ে কাজ করেছে। কিন্তু দুঃখজনকভাবে নিরাপত্তা বাহিনীর ভেতরে লুকিয়ে থাকা ফ্যাসিবাদের দোসররা তথ্য ও আলামত নষ্ট করে তদন্ত ও বিচার প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা করছে। অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এরা অসহযোগিতা করেই চলেছে। আমাদের লড়াই হবে সেই 'নিপীড়নের ব্যবস্থা' ও 'বিচারহীনতার সংস্কৃতি' সমূলে উৎপাটন করা, যা আওয়ামী ফ্যাসিবাদের সকল প্রবণতা সমাজ থেকে মুছে ফেলা। ব্যাংক ও উন্নয়ন প্রকল্প লোপাটের অর্থ উদ্ধার ও বিচার হবে বলে অঙ্গীকার করেন নাহিদ ইসলাম। তিনি বলেন, বিগত ফ্যাসিবাদী শাসনামলে বাংলাদেশ থেকে ২৩৪ বিলিয়ন ডলার বা প্রায় ৩০ লাখ কোটি টাকা লুটপাট করে বিদেশে পাচার করা হয়েছে। ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে প্রণীত শ্বেতপত্র অনুযায়ী, হাসিনা ও তার মদদপুষ্ট আওয়ামী ব্যবসায়ী ও আমলারা এই অর্থ বিদেশে সরিয়ে নিয়েছে যা দেশের অর্থনীতির জন্য এক ভয়াবহ বিপর্যয় বয়ে এনেছে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার লুটপাটকৃত এই বিশাল অঙ্কের অর্থ উদ্ধারের চেষ্টা চালানোর কথা বললেও তাদের অবহেলা ও অজ্ঞতার কারণে এখন পর্যন্ত কোনো সাফল্য অর্জিত হয়নি। এর সঙ্গে যুক্ত ফ্যাসিবাদী যুগের সুবিধাভোগী কিছু শীর্ষ আমলা ও বিশেষজ্ঞেরা অন্তর্ঘাতমূলক কাজ করায় এই বিপুল পরিমাণ রাষ্ট্রীয় সম্পদ পুনরুদ্ধার বিঘ্নিত হয়েছে। দেশবাসী যদি আমাদের সরকার গঠনের দায়িত্ব দেয়, তবে ফ্যাসিস্ট হাসিনা আমলে লুটপাট ও পাচার হওয়া অর্থ দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য সব ধরনের আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। লুটপাট ও অর্থপাচারের সঙ্গে যুক্ত কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে দায়মুক্তি দেওয়া হবে না। খুনি হাসিনার দোসর ব্যবসায়ী গোষ্ঠী, তাদের সুবিধাভোগী আমলা ও আত্মীয়-স্বজনদের আইন ও বিচারের আওতায় আনা হবে। এ সময় নাহিদ ইসলাম প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে পুনর্গঠন, আইন শৃঙ্খলা বাহিনীতে সমান সংখ্যক নারী-পুরুষ নিয়োগের অঙ্গীকার করেন। এ ছাড়াও তিনি ন্যায্য বাজারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, শাসন ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ, সকল ধর্ম ও জাতিগত গোষ্ঠীর সমান নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অগ্রাধিকার, নারী প্রশ্নে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই চালিয়ে যাওয়াসহ বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দেন। দখলমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে এনসিপির ১১ দলীয় ঐক্যজোটকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান নাহিদ।

ব্যাংক ডাকাতদের বগলের

নানাভাবে সমালোচনা করছেন। আজ বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বিএনপির উদ্দেশ্যে প্রশ্ন রেখে বলেন, যে ৫৯ জন ভয়াবহ ঋণ খেলাপি, ব্যাংক ডাকাত- এদেরকে আপনারা মনোনয়ন দিলেন কেন? তাদের বগলের নিচে আশ্রয় দিয়ে, এমপি বানিয়ে আপনারা (বিএনপি) করবেন দুর্নীতি দমন? রোববার (৮ ফেব্রুয়ারি) সকালে রাজধানীর বাড্ডার ডিআইটি প্রজেক্ট খেলার মাঠে আয়োজিত এক নির্বাচনী জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। ঢাকা-১১ আসনে ১১ দলীয় নির্বাচনি ঐক্যের প্রার্থী ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামের সমর্থনে এই জনসভার আয়োজন করা হয়। বিএনপির নাম উল্লেখ না করে ডা. শফিকুর রহমান বলেন, 'একটি দল আছে, তারা মাঝে মধ্যে বলেন, তারা ক্ষমতায় গেলে দুর্নীতির টুঁটি চেপে ধরবে। ভালো কথা, ভালো কাজ নিজের ঘর থেকে শুরু করা লাগে। কিন্তু যে ৫৯ জন ভয়াবহ ঋণখেলাপি ও ব্যাংক ডাকাত, এদেরকে আপনারা মনোনয়ন দিলেন কেন? তাদেরকে বগলের নিচে আশ্রয় দিয়ে এমপি বানিয়ে আপনারা করবেন দুর্নীতি দমন? এগুলো শুনলে প্যাঁচাও হাসবে, জনগণ এগুলো বোঝে।' জামায়াত আমির তার বক্তব্যে ১৯৪৭, ১৯৭১ ও ২০২৪ সালের গণ-আকাঙ্ক্ষার তুলনা করেন। তিনি বলেন, ২৪-এ যুবসমাজের ন্যায্য দাবির আন্দোলনে ফ্যাসিবাদী কায়দায় দমন-পীড়ন চালানো হয়েছিল। ৩৬ জুলাই অর্থাৎ ৫ আগস্ট এই জাতি 'আওয়ামী জাহেলিয়াত' থেকে মুক্তি পায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ৬ আগস্ট সকাল থেকেই একটি অংশ আবারও চাঁদাবাজি, দখলবাজি ও মামলাবাজিতে লিপ্ত হয়েছে। তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'মজলুম ছিলেন, জালিম হবেন না। কেন এখন মানুষকে কষ্ট দিচ্ছেন?' ডা. শফিকুর রহমান বলেন, 'ব্যবসায়ীরা এখন জিম্মি। যারা সাড়ে ১৫ বছর দেশের বাইরে নিরাপদ আশ্রয়ে ছিলেন, তারা ফিরে এসে এখন খুনের মামলা দিয়ে শত শত কোটি টাকা দাবি করছেন। আগস্টের ৬ তারিখ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত এই অপকর্ম থামেনি। এমনকি ফুটপাতের ভিক্ষুকের কাছ থেকেও চাঁদা নেওয়া হচ্ছে।' তিনি প্রশ্ন তোলেন, 'আমরা কি এজন্য লড়াই করেছিলাম যে, পুরাতন চাঁদাবাজের বোতলে নতুন চাঁদাবাজের জন্ম হবে?' ঢাকা-১১ আসনের ভোটারদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি রক্তের ঋণ শোধ করার দিন। তরুণ সমাজ জানিয়ে দিয়েছে তারা পুরোনো বস্তাপচা রাজনীতি আর চায় না। তিনি আরও বলেন, 'আমরা যুবকদের হাতে দায়িত্ব দিতে চাই। বেকার ভাতা দিয়ে আমরা যুবসমাজকে অপমান করতে চাই না। আমরা চাই কর্মসংস্থান।' ১০ টাকা কেজি চালের প্রতিশ্রুতিকে 'ভুয়া' আখ্যা দিয়ে তিনি বর্তমানের বিভিন্ন 'কার্ড' প্রথাকেও লাল কার্ড দেখানোর আহ্বান জানান। তিনি প্রতিশ্রুতি দেন, ইনসাফের সরকার কায়েম হলে রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী- কারও জন্যই আইনের ঊর্ধ্বে কোনো ছাড় থাকবে না। লুণ্ঠিত অর্থ বিদেশে পাচারকারীদের কাছ থেকে ফিরিয়ে আনার সর্বাত্মক লড়াই চালানোর ঘোষণা দেন তিনি। জনসভায় জামায়াত আমির ঘোষণা করেন, জনগণ যদি ইনসাফের বাংলাদেশ গড়ার পক্ষে রায় দেয়, তাহলে ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী নাহিদ ইসলামকে মন্ত্রিসভায় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে দেখা যাবে। তিনি বলেন, 'আমরা নাহিদ ইসলামের মতো তরুণদের পাইলট হিসেবে বসিয়ে নিজেরা পেছনের সিটে প্যাসেঞ্জার হয়ে বসব। যুবকরা আমাদের হতাশ করবে না।' জনসভায় বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির মাওলানা মামুনুল হকসহ ১১-দলীয় জোটের শীর্ষ নেতারা বক্তব্য দেন। সকাল ৯টায় শুরু হওয়া এই জনসভায় এনসিপি ও জামায়াত সমর্থকদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো

তারেক রহমান। তিনি বলেন, গত ১৬ বছরে দেশে বহু মেগা প্রকল্প হয়েছে, কিন্তু মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন হয়নি। বরং এসব প্রকল্পের আড়ালে হয়েছে মেগা দুর্নীতি। দেশের মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন করতে হলে সবার আগে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিতে হবে। রোববার (৮ ফেব্রুয়ারি) বিকেল সাড়ে ৪টায় রাজধানীর মিরপুরের পল্লবী ২ নম্বর ওয়ার্ডে ঢাকা-১৬ আসনের নির্বাচনি জনসভায় এসব কথা বলেন তিনি। তারেক রহমান বলেন, জুলাইয়ের অভ্যুত্থানে যারা জীবন দিয়েছেন, তাদের রক্ত আমরা বৃথা যেতে দিতে পারি না। তাদের স্বপ্ন বাস্তবায়নের সময় এখনই এসেছে। ১২ তারিখের নির্বাচন দেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত। এই দিনে জনগণকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে- কারা দেশ পরিচালনা করবে। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, শুধু বিরোধী দলের সমালোচনা করে জনগণের কোনো লাভ নেই। জনগণের ভাগ্য পরিবর্তন করাই বিএনপির প্রধান লক্ষ্য। নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের বিষয়ে বিএনপি চেয়ারম্যান বলেন, বিএনপি সরকার গঠন করতে পারলে নারীদের স্বাবলম্বী করতে 'ফ্যামিলি কার্ড' চালু করা হবে। একই সঙ্গে কৃষকদের জন্য 'কৃষক কার্ড' চালু করে সুদসহ ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষিঋণ মওকুফ করা হবে। ঢাকা-১৬ আসনের মানুষের চিকিৎসাসেবার কথা উল্লেখ করে তারেক রহমান বলেন, এই আসনের জন্য একটি হাসপাতাল নির্মাণ করা হবে। পাশাপাশি যারা বিদেশে চাকরির উদ্দেশ্যে যেতে চান, তাদের সহজ শর্তে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থাও করা হবে। নগরীর সমস্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, পানির সমস্যা ও জলাবদ্ধতা নিরসনে সরকার গঠন করলে সবার আগে ঢাকার খাল খনন কর্মসূচি চালু করা হবে। একই সঙ্গে সারাদেশে খাল পুনঃখননের উদ্যোগ নেওয়া হবে। জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ঠিক করা হবে বলেও জানান তিনি। জনসভায় আরও উপস্থিত ছিলেন বিএনপি চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা অধ্যাপক ডা. ফরহাদ হালিম ডোনার, চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা ড. মাহদী আমিন, ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির আহ্বায়ক আমিনুল হক, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিবসহ বিএনপির কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতারা।

হাদি হত্যার তদন্তে সহায়তা

জাতিসংঘের মানবাধিকার-বিষয়ক হাইকমিশনারের কার্যালয়ের (ওএইচসিএইচআর) সহযোগিতা চেয়েছে বাংলাদেশ। সহযোগিতা চেয়ে গত ৬ ফেব্রুয়ারি ওএইচসিএইচআরের কাছে একটি আনুষ্ঠানিক নোট ভারবাল (Note Verbale) পাঠানো হয়েছে। রোববার প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে দেওয়া এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, 'পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী জেনেভাস্থ বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন গত ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে OHCHR-এর কাছে একটি আনুষ্ঠানিক নোট ভারবাল (Note Verbale) প্রেরণ করেছে। উক্ত নোটে হত্যাকাণ্ডের তদন্তে প্রয়োজনীয় কারিগরি ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা প্রদানের জন্য জাতিসংঘের মানবাধিকার দপ্তরের সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে।' 'জেনেভাস্থ বাংলাদেশ মিশন থেকে পাঠানো বার্তায় জানানো হয়েছে, ওঐঈঐজ থেকে কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া মাত্রই তা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হবে। 'বাংলাদেশ সরকার পুনর্ব্যক্ত করছে যে শহীদ শরিফ ওসমান হাদির হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় দায়ীদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনতে সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং এ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মানদণ্ড অনুসরণ করে সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে।' শরিফ ওসমান বিন হাদি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-৮ আসন থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের তফসিল ঘোষণার পরদিন গত ১২ ডিসেম্বর ঢাকার পল্টন মডেল থানা এলাকার বক্স কালভার্ট রোড এলাকায় তাঁকে গুলি করে দুর্বৃত্তরা। সেখান থেকে তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও এভারকেয়ার হাসপাতাল হয়ে সিঙ্গাপুরে নেওয়া হয়। সিঙ্গাপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত ১৮ ডিসেম্বর রাতে তিনি মারা যান।

বিকাশ-নগদ-রকেটে এক হাজারের বেশি লেনদেন করা যাবে না

কীর্তনখোলা ডেস্ক

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে মোবাইল ব্যাংকিং সেবায় কড়াকড়ি আরোপের নির্দেশনা দিয়েছে। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিকাশ, রকেট ও নগদের মতো মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসে (এমএফএস) এক হাজার টাকার বেশি লেনদেন করা যাবে না। একদিনে সর্বোচ্চ ১০ বার লেনদেন করা যাবে। রোববার (৮ ফেব্রুয়ারি) বাংলাদেশ ব্যাংকের পেমেন্ট সিস্টেমস ডিপার্টমেন্ট-১ এ সংক্রান্ত এক নির্দেশনা দিয়েছে। এতে বলা হয়েছে, আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এমএফএস ও এনপিএসবি'র আওতাধীন আইবিএফটি'র মাধ্যমে পিটুপি লেনদেনের অপব্যবহার রোধে সোমবার (৯ ফেব্রুযারি) রাত ১২টা থেকে (১২ ফেব্রুযারি) রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত (৯৬ ঘণ্টা) মোবাইল ব্যাংকিংয়ের ব্যক্তিক হিসাবের সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। নতুন নির্দেশনা অনুযায়ী, বিকাশ, রকেট ও নগদসহ সব এমএফএস গ্রাহক দিনে সর্বোচ্চ ১০ হাজার টাকা লেনদেন করতে পারবেন। প্রতিবার লেনদেনের সর্বোচ্চ সীমা হবে এক হাজার টাকা। এক দিনে সর্বোচ্চ ১০বার লেনদেন করা যাবে। মার্চেন্ট পেমেন্ট এবং ইউটিলিটি বিল-এর ক্ষেত্রে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী নিয়মিত লেনদেনের বিধান অপরিবর্তিত থাকবে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। তবে এই ৯৬ ঘণ্টা অন্যান্য সব ধরনের এমএফএস লেনদেন বর্ণিত সময়কালে সাময়িকভাবে বন্ধ থাকবে। বর্তমানে একজন গ্রাহক দিনে সর্বোচ্চ ৫০ হাজার টাকা ও মাসে তিন লাখ টাকা পর্যন্ত লেনদেন করতে পারেন। কেন্দ্রীয় ব্যাংক জানিয়েছে, নির্বাচন উপলক্ষ্যে এমএফএস সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তিসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রতিটি মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস প্রোভাইডার কর্তৃক নিজস্ব কুইক রেসপন্স সেল গঠন করতে হবে। এসময় সব ধরনের লেনদেন এমএফএস প্রোভাইডার কর্তৃক সার্বক্ষণিক নিবিড় পর্যবেক্ষণ (ক্লোজ মনিটরিং) এর আওতায় আনা এবং সন্দেহজনক বা অস্বাভাবিক লেনদেনের ক্ষেত্রে দ্রুততম সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট থানায় রিপোর্ট করতে হবে। একইসঙ্গে আলোচ্য ৯৬ ঘণ্টার সময় পি-টু-পি ইন্টারনেট ব্যাংকিং (আইবিএফটি এর মাধ্যমে লেনদেন) সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে এবং এমএফএস প্রোভাইডার ও ব্যাংকগুলো নির্বাচন কমিশন এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে।

বরিশাল ও পিরোজপুরসহ তিন

দায়িত্ব পালনকালে ম্যাজিস্ট্রেসী সহায়তা প্রদান করছেন। বিজিবি'র সাতক্ষীরা ব্যাটালিয়নের (৩৩ বিজিবি) অধিনায়ক লে. কর্নেল কাজী আশিকুর রহমান আজ জানান, ৩৩ বিজিবি ব্যাটালিয়নের ৩৫ টি প্লাটুনে প্রায় সাতশত সদস্য সাতক্ষীরা, পিরোজপুর ও বরিশাল জেলার ২১টি উপজেলায় নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করছেন। বিজিবি সদস্যরা নির্বাচনী আচরণবিধি পর্যবেক্ষণ, ভোটারদের আস্থা অর্জনে উপযোগী পরিবেশ তৈরী এবং সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নির্বাচন উপযোগী করে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। তিনি জানান, মোতায়েন পরবর্তী গত ২৯ জানুয়ারি ২০২৬ হতে দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় ৩৪০টি টহল, ৫০টির অধিক যৌথ অপারেশন, ১৭০টি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে অস্থায়ী চেকপোষ্ট স্থাপন, বেসামরিক প্রশাসন, সশস্ত্র বাহিনী ও অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাথে প্রায় ৬০টি সমন্বয় সভা এবং সীমান্তবর্তী এলাকায় প্রায় অর্ধ-শতাধিক জনসচেতনতামূলক ও মতবিনিময় সভা পরিচালনা করা হয়। এছাড়া সীমান্ত এলাকায় বিজিবির টহল জোরদার করা হয়েছে। ৩৩ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক আরো জানান, মোতায়েনকৃত বিজিবি সদস্যরা নিজস্ব ব্যবহৃত অস্ত্র ছাড়াও অপারেশনাল সক্ষমতা বৃদ্ধির নিমিত্তে ও নিরাপত্তা ঝুঁকি প্রতিরোধে ড্রোন, কে-৯ ডগ স্কোয়াড, বডি ওর্ন ক্যামেরা, বুলেট প্রুফ জ্যাকেট, আধুনিক মানের রায়োট কন্ট্রোল গিয়ার সেট এবং নন-লিথ্যাল অস্ত্রসহ দায়িত্ব পালন করছেন। লে. কর্নেল কাজী আশিকুর রহমান বলেন, দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কোন দুস্কৃতিকারী যাতে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটাতে না পারে সেজন্য নিচ্ছিদ্র টহল ও গোয়েন্দা নজরদারী অব্যাহত রেখেছে বিজিবি'র সাতক্ষীরা ব্যাটালিয়নে (৩৩ বিজিবি) সদস্যরা। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা, জনমনে আস্থা ও বিশ্বাস বৃদ্ধির লক্ষ্যে মোতায়েনকৃত বিজিবি সদস্যরা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রেখেছে।

বাউফলে বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষ

ইউনিয়নের চরমিয়াজান এলাকার ভাভারিয়া বাজারে বিএনপি-জামায়াতের নেতাকর্মীদের মাঝে প্রথম দফায় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। পরে বিকেল ৩টার দিকে হাসপাতাল সড়কে আবারও সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে দুইপক্ষ। সংঘর্ষে আহতদের মধ্যে মো. জুয়েল (৩৩), মো. নয়ন (১৭) মোসা. লিমা জাহান (২৫) মো. শাহজালাল (২০), মো. সুজন (২৬), মো. শহিদুল বেপারি (২৭) মো. হাফেজ আনিসুর রহমান (৫৫) মো. আমিনুল মাতুব্বর (৩৫) মো. নুরু মাতুব্বর (৩৫) মো. সাইফুল শরিফ (৩৫) মো. আল আমিন চৌকিদার (২৫) ও মো. সোহাগসহ (২৭) মোট ২৪ জনকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। এছাড়া মো. জামাল মৃধা নামে এক জামায়াত কর্মীকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, রোববার বেলা ১২টার দিকে জামায়াতের নারী কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে দাঁড়িপাল্লার প্রচারণা করেন। এ সময় বিএনপির কর্মীরা নারী কর্মীদের বিরুদ্ধে ভোটারদের টাকা দেওয়ার অভিযোগ তুলে তাদের বাধা দেন। খবর পেয়ে মিছিল নিয়ে জামায়াতের কর্মী সমর্থকরা ঘটনাস্থলে আসলে বিএনপির লোকজন তাদের উপর হামলা চালায়। এক পর্যায়ে দুইপক্ষের মধ্যে প্রায় ৩০ মিনিট ধরে সংঘর্ষ চলে। সংঘর্ষে উভয়পক্ষের নারীসহ ৫০ জন আহত হন। এদিকে জামায়াতের নেতাকর্মীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে বিকাল সাড়ে ৩টার দিকে হাসপাতাল সড়কে জামায়াতের একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। মিছিলটি জনতা ভবনের সামনে গিয়ে ফিরে হাসপাতালের কাছে পৌঁছালে মিছিলকারীরা মো. শামিম নামে এক বিএনপি সমর্থককে মারধর করে। এ সময় বিএনপির কর্মীরা এগিয়ে আসলে দুই পক্ষের মধ্যে আবারও ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। এতে অন্তত ৮ থেকে ১০ জন আহত হয়। সন্ধ্যা ৬টার দিকে জামায়াতের কর্মী-সমর্থকরা বাউফল থানার ওসি সিদ্দিকুর রহমানের বদলির দাবিতে থানার সামনের ফটক এবং বরিশাল-বাউফল সড়ক অবরোধ করে রাখে। সর্বশেষ সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত এই অবরোধ চলছিল। উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মো. খালিদুর রহমান বলেন, বাউফল থানার ওসি নিরপেক্ষতা হারিয়েছে। আমরা তার বদলির দাবিতে অনড় অবস্থায় রয়েছি। তার ইন্ধনেই জামায়াতের কর্মীরা একের পর এক হামলার শিকার হচ্ছে। উপজেলা বিএনপি আহ্বায়ক আপেল মাহমুদ ফিরোজকে ফোন দিলে তিনি নিজেকে অসুস্থ বলে ফোন কেটে দেন। বাউফল থানার ওসি সিদ্দিকুর রহমান বলেন, তারা (জামায়াত) যে সব অভিযোগ আমার বিরুদ্ধে এনেছেন, সবগুলোই অভিযোগ মিথ্যা। আমি আমার অবস্থান থেকে শতভাগ নিরপেক্ষ ভূমিকা রেখে চলেছি। চন্দ্রদ্বীপসহ উপজেলার সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। আমরা নিরপেক্ষতা বজায় রেখে কাজ করছি।

বাকেরগঞ্জে জাপা নেতার বিএনপিতে

বিএনপির নির্বাচনী জনসভায় আবুল হোসেন খানের হাতে ধানের শীষের প্রতীক ও ফুল দিয়ে যোগদান করেন জাতীয় পার্টি নেতা বসির আহমেদ সবুজ। তার এই যোগদানের পরেই স্থানীয় বিএনপি নেতাকর্মী ও জনমনে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। ইউনিয়নের কাজলা কাঠি গ্রামের বাসিন্দা মোস্তাফিজ হাওলাদার অভিযোগ করে বলেন, বিগত ১৭ বছর দাঁড়িয়াল ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি শহিদ হাওলাদার ও এই বসির আহমেদ সবুজ বিএনপি নেতাকর্মীদের উপর দমন-পীড়ন চালিয়েছে। যে লোক বিএনপি নেতাকর্মীদের নামের তালিকা করে রাজনৈতিক মামলায় জড়িয়ে দিতো সে এখন যদি হয় বিএনপির সদস্য। এটা মানতে কষ্ট হচ্ছে দলের দুর্দিনের নেতাকর্মীদের। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়,বসির আহমেদ সবুজ হলেন বাকেরগঞ্জের সাবেক সংসদ সদস্য রুহুল আমিন হাওলাদার ও রত্না আমিনের পারিবারিক সদস্য। গত ১৭ বছরে দাঁড়িয়াল ইউনিয়ন, বাকেরগঞ্জ উপজেলা ও বরিশাল আদালত চত্বরে রুহুল আমিন হাওলাদারের ক্ষমতায় বিএনপি নেতাকর্মীদের উপর দমন-নিপীড়ন চালিয়েছেন তিনি। এমনকি রুহুল আমিন হাওলাদারের ক্ষমতার প্রভাব খাটিয়ে টিআর, কাবিখা, কাবিটা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন পদে টাকার বিনিময়ে নিয়োগ বাণিজ্য করতেন এই বসির আহমেদ সবুজ। গুঞ্জন রয়েছে- আবুল হোসেন খানকে বিপুল পরিমাণ টাকা দিয়ে বিএনপিতে যোগদান করেছে বসির আহমেদ সবুজ। এরকম একজন ব্যক্তি বিএনপিতে যোগদান করায় দলের ভোট কমবে বলে দাবি স্থানীয়দের। এ বিষয়ে জানতে আবুল হোসেন খানের মোবাইল ফোনে একাধিক বার কল দিলেও রিসিভ করেননি তিনি। আর দাঁড়িয়াল ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ইশতিয়াক আহমেদ মাসুদ হাওলাদার ও সাধারণ সম্পাদক মনির হাজী কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।

কানায় কানায় পূর্ণ সোহেল

উপজেলা বিএনপির নির্বাচনী কার্যালয়ের সন্মুখে এ জনসভার আয়োজন করা হয়। এ সময় হাজারো নেতা কর্মীদের কণ্ঠে ধানের শীষের জয়ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে, কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে মাঠের সবুজ চত্বর। দীর্ঘদিন পরে যেন এক বাধভাঙ্গা আনন্দে বিমোহিত হয়ে, আগামী ১২ই ফেব্রুয়ারি তারা তাদের দলের প্রতি পুঞ্জিভূত ভালবাসার প্রতিফলন ঘটাতে চাচ্ছেন। কাউখালী উপজেলা বিএনপির সভাপতি এস.এম. আহসান কবিরের সভাপতিত্বে উক্ত জনসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক(বরিশাল বিভাগ) আকন কুদ্দুসুর রহমান, প্রধান বক্তা এমপি প্রার্থী আহম্মদ সোহেল মনজুর সুমন, বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন,পিরোজপুর জেলা বিএনপির সদস্য সচিব সাইদুল ইসলাম কিসমত, কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম সম্পাদক জসিম উদ্দিন,ছাত্রদল কেন্দ্রীয় সংসদের সহ-সভাপতি হাফিজুর রহমান সোহান, স্বরূপকাঠি পৌরসভার সাবেক সদস্য সচিব আল বিরুনি সৈকত,কাউখালী উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহ সভাপতি মনিরুজ্জামান মিয়া,সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জিয়াউল হাসান নিক্সন, সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক বদরুদ্দোজা মিয়া,শাফিউল আজম দুলাল, গিয়াস উদ্দিন অলি,সাংগঠনিক সম্পাদক রফিকুল ইসলাম রফিক। এ সময় বক্তারা আগামী নির্বাচনে ধানের শীষের প্রার্থী আহম্মদ সোহেল মনজুর সুমনকে বিজয়ী করার জন্য সকলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। তারা আরও বলেন, ইতিমধ্যে আহম্মদ সোহেল মনজুর সুমন তার শিল্প প্রতিষ্ঠানে ৮০০০(আট হাজার) লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন। নির্বাচিত হলে বেকারযুবকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখবেনও বলে তারা জনসম্মুখে আস্বস্ত করেন। প্রধান বক্তা আহম্মদ সোহেল মনজুর সুমন বলেন, নির্বাচিত হয়ে আমার সর্প্রবথম কাজ হবে অবহেলিত এই কাউখালীর হাসপাতাল,রাস্তাঘাট,বেড়ীবাঁধ সহ সার্বিক ব্যবস্থার উন্নয়ন করা। তাই তিনি তার কর্মপরিকল্পনাকে বাস্তবায়ন করতে উপস্থিত সকলের কাছে দোয়া কামনা করেন। অন্যান্যোর মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন, সাংগঠনিক সম্পাদক লিয়াকত তালুকদার, শ্রমিক দলের সভাপতি আবু তাহের বেপারী,শাহ ইমরান ফারুক,উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক আসাদুজ্জামান মামুন, যুবদলের সদস্য সচিব শারিফুল আজম সোহেল, স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক জাহিদুর রহমান ফিরোজ, সদস্য সচিব রাকিব তালুকদার, ছাত্রদলের আহ্বায়ক আল মাহমুদ সুমন,সদস্য সচিব শোয়াইব সিদ্দিক সহ উপজেলা বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের পাঁচটি ইউনিয়নের নেতা কর্মী ও সমর্থকবৃন্দ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় ছিলেন কাউখালী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এইচ.এম. দ্বীন মোহাম্মদ।

রাজাপুরে জামায়াতে

নেতাকর্মীরা। আরও উপস্থিত ছিলেন জামায়াতকর্মী মো. শহিদুল ইসলাম, মো. জাকির হাওলাদার, মাওলানা মতিউর রহমান আকন, মো. আনিছুল হক খান, মো. আশ্রাব আলী হাওলাদার, মো. শাওন হাওলাদারসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও সমর্থকবৃন্দ। সভায় বক্তারা ড. ফইজুল হকের নির্বাচনী কার্যক্রমের সার্বিক বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এ সময় বক্তারা বলেন, জনগণের দোরগোড়ায় গিয়ে দলের বার্তা পৌঁছে দেওয়া, গণসংযোগ বৃদ্ধি করা এবং ভোটারদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময়ের মাধ্যমে একটি ইতিবাচক পরিবেশ গড়ে তোলা জরুরি। এ লক্ষ্যে ওয়ার্ড ও ইউনিটভিত্তিক কার্যক্রম আরও সুসংগঠিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। এছাড়াও নির্বাচনে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সমর্থন কামনা করে দলীয় ইশতেহারের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো তুলে ধরে তা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান জানান। ইশতেহারে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠন, সুশাসন নিশ্চিতকরণ, মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ এবং সামাজিক নিরাপত্তা জোরদারের বিষয়গুলো বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছে বলে উল্লেখ করেন নেতৃবৃন্দ। তারা বলেন, ইশতেহার বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি শান্তিপূর্ণ, সমৃদ্ধ ও বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়ে তোলাই দলের মূল উদ্দেশ্য। সভায় আগামী দিনের বাংলাদেশ কেমন হবে-সে বিষয়ে আলোচনা হয়। বক্তারা বলেন, ইসলামী মূল্যবোধভিত্তিক ন্যায়পরায়ণ রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষা করা হবে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে সমান সুযোগ নিশ্চিত করার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করা হয়। আগামী জাতীয় নির্বাচনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ করে বক্তারা বলেন, এই নির্বাচন দেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। তাই প্রতিটি নেতাকর্মীকে যথাযথ দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের আহ্বান জানানো হয়। একই সঙ্গে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ওপর গুরুত্বারোপ করেন তারা। সভাশেষে জামায়াত নেতৃবৃন্দ দলীয় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে ঐক্যবদ্ধভাবে সকলে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

গৌরনদীতে হিন্দু পল্লীতে

পাল, সুরেশ দাস, সাবেক ছাত্রনেতা রুহুল আমিন, টরকী বন্দর বনিক সমিতির কোষাধ্যক্ষ অলিউল ইসলাম, বিএনপি নেতা আঃ হাকিম সিকদার সহ অন্যান্য হিন্দু সম্প্রদারের নেতৃবৃন্দ।

যৌথবাহিনীর অভিযানে দেশীয়

আটক করা হয়। কলাপাড়া আর্মি ক্যাম্পের নেতৃত্বে যৌথবাহিনী অভিযান চালিয়ে জসিম ফকিরকে আটক করে কলাপাড়া থানায় হস্তান্তর করেছেন। আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ ভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সেনা বাহিনীর এ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন। কলাপাড়া থানার ওসি মো,রবিউল ইসলাম বলেন,এ ব্যাপারে কলাপাড়া থানায় অস্ত্র আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। রোববার জসিম ফকিরকে কলাপাড়া সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে পাঠানো হয়েছে।

বাংলাদেশের নির্বাচনই বদলে দিতে

ঘনিষ্ঠ সম্পৃক্ততায় এগিয়ে গেছে। ফরাসি বার্তা সংস্থা এএফপি বলছে, ১৭ কোটি মানুষের মুসলিমপ্রধান বাংলাদেশ হাসিনা আমলে চীনের সঙ্গে বাণিজ্য ও প্রতিরক্ষা খাতে শক্ত সম্পর্ক বজায় রেখেছিল। তবে ভারতের অবস্থান ছিল ঢাকার প্রধান কৌশলগত অংশীদার হিসেবে। বিশ্লেষকদের মতে, এখন সেই সমীকরণ বদলে যাচ্ছে। মার্কিন গবেষণা প্রতিষ্ঠান কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশনসের জ্যেষ্ঠ ফেলো জোশুয়া কারলান্টজিক বলেন, বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার ও ভবিষ্যতের সরকার- দুটিই স্পষ্টভাবে চীনের দিকে ঝুঁকছে। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশের অবস্থান এখন চীনের বঙ্গোপসাগরকেন্দ্রিক কৌশলগত ভাবনায় কেন্দ্রীয় স্থানে পরিণত হয়েছে ও বেইজিং ক্রমেই আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠছে যে ঢাকা এ বিষয়ে কট্টর চায়নাপন্থি ভূমিকা নেবে। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হিসেবে শপথ নেওয়ার পর ড. ইউনূসের প্রথম রাষ্ট্রীয় সফর ছিল চীনে, যা এই কৌশলগত পরিবর্তনের স্পষ্ট সংকেত। তাছাড়া চলতি বছরের জানুয়ারিতে দুই দেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ নতুন প্রতিরক্ষা চুক্তি করেছে, যার আওতায় ভারতের উত্তর সীমান্তের কাছাকাছি একটি প্রস্তাবিত বিমানঘাঁটিতে ড্রোন কারখানা স্থাপন করা হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের শিক্ষক ড. দেলোয়ার হোসেন বলেন, নির্বাচনের ফল যাই হোক, বাংলাদেশ-চীন সম্পর্ক আরও গভীর হওয়ার সম্ভাবনা এখন অপরিবর্তনীয়। শেখ হাসিনার পতনের পর থেকে নিয়মিতভাবেই নয়াদিল্লি ও ঢাকার মধ্যে উত্তেজনা দেখা যাচ্ছে। ২০২৪ সালের ডিসেম্বরেই ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে 'অবিরাম বৈরিতা' নিয়ে উদ্বেগ জানায়। বিশেষ করে, হিন্দুদের ওপর সহিংসতার প্রসঙ্গ তুলে। পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালে সাম্প্রদায়িক সহিংসতায় প্রায় ৭০ জন সংখ্যালঘু নিহত হয়েছেন। ঢাকা বলছে, ভারত ঘটনাগুলো অতিরঞ্জিত করছে। তবে এর মধ্যেও সম্পর্ক পুনরুদ্ধারে দুই দেশ মাঝে মাঝে উদ্যোগ নিয়েছে। জানুয়ারিতে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুব্রহ্মণ্যম জয়শঙ্কর বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার জানাজায় অংশ নেওয়ার জন্য ঢাকায় আসেন। সাবেক এই প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) নির্বাচনে এগিয়ে আছে বলে ব্যাপকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। ারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী খালেদা জিয়ার ছেলে ও বিএনপি নেতা তারেক রহমানকে সমবেদনাও জানিয়েছেন। বিএনপি জিতলে সম্ভাব্য প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বিবেচিত হচ্ছেন ৬০ বছর বয়সী তারেক। তবে পরিস্থিতি খারাপ হয়ে যায়, যখন এক বাংলাদেশি ক্রিকেটারকে 'হিন্দুত্ববাদী প্রতিবাদের' কারণে আইপিএল দল থেকে বাদ দেওয়া হয়। এর জবাবে বাংলাদেশ ভারতের বদলে অন্য দেশে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে চায়। ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপের প্রবীণ দোস্থি মনে করেন, দুই দেশই শেষ পর্যন্ত বাস্তববাদী হবে। তার ভাষায়, দুই পক্ষই জানে যে সম্পর্ক খারাপ রাখার মূল্য অনেক। এদিকে, ইসলামাবাদের সঙ্গেও ঢাকার সম্পৃক্ততা বাড়ছে। ভারতের চিরশত্রু পাকিস্তানের সঙ্গে এক দশকেরও বেশি সময় পর জানুয়ারিতে পুনরায় সরাসরি ফ্লাইট চালু করেছে বাংলাদেশ। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, নতুন সরকার পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করবে, তবে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট না করেই। দোস্থি বলেন, নতুন সরকার বিরোধ নয়, স্থিতিশীলতাকেই প্রাধান্য দেবে। এদিকে, অবসরপ্রাপ্ত কূটনীতিক হুমায়ুন কবীর মনে করেন, নির্বাচনের পর একটি নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় এলে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক স্থিতিশীল হতে পারে। বিশেষ করে, বিএনপি জিতলে। এমনকি, জামায়াতে ইসলামীও এবার নির্বাচনী প্রচারে ভারতের প্রতি অনেক বেশি 'বাস্তববাদী' অবস্থান নিয়েছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। তীব্র রাজনৈতিক বক্তব্যের মধ্যেও বাস্তব চিত্র হলো- দুই দেশের সম্পর্কের মূল ভিত্তি অটুট আছে। বাণিজ্য স্থিতিশীল রয়েছে, ও হাসিনা সরকারের সময়কার মাত্র একটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি, ভারতের টাগবোট ক্রয়, বাতিল হয়েছে। ভারতের সাবেক কূটনীতিক দিলীপ সিনহা বলেন, চীন যেভাবে দ্রুত অবকাঠামো দেয়, ভারত তা পারে না। তবে ভারত বিদ্যুৎ আর গার্মেন্টস খাতের জন্য সুতার মতো যেসব জিনিস দেয়, তা বাংলাদেশের জন্য অপরিহার্য। বিশ্লেষকরা মনে করেন, চীনের সঙ্গে সম্পর্ক গভীর হওয়া মানেই ভারতের সঙ্গে শত্রুতা নয়। হুমায়ুন কবীর বলেন, এটা কোনো 'একটি নাহলে আরেকটি' পরিস্থিতি নয়। দুটি সম্পর্কই একসঙ্গে ভালো থাকতে পারে।

মূল্যস্ফীতি ফের বেড়ে

৫৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। আগের মাস অর্থাৎ গত ডিসেম্বরে এ হার ছিল ৮ দশমিক ৪৯ শতাংশ। এরও এক মাস আগে গত নভেম্বরে মূল্যস্ফীতি ছিল ৮ দশমিক ২৯ শতাংশ। জানুয়ারির ৮ দশমিক ৫৮ শতাংশ মূল্যস্ফীতি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় কিছুটা কম। ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে এ হার ছিল ৯ দশমিক ৯৪ শতাংশ। মূল্যস্ফীতি বাড়ায় বিপাকে পড়েছেন নিম্নআয়ের মানুষ। রোববার (৮ ফেব্রুয়ারি) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) মূল্যস্ফীতির হালনাগাদ এ তথ্য প্রকাশ করেছে। খাদ্য খাত বিশেষ করে চাল, ডাল, মাছ, মুরগি, ডিম, দুধ, সবজি, মাছ ও মাংসসহ নিত্যপণের দাম বাড়তি। বিবিএসের হিসাব বলছে, গত জানুয়ারিতে খাদ্য মূল্যস্ফীতি হয়েছে ৮ দশমিক ২৯ শতাংশ। আর খাদ্যবহির্ভূত মূল্যস্ফীতি হয় ৮ দশমিক ৮১ শতাংশ। টানা চার মাস ধরে বাড়ছে খাদ্য মূল্যস্ফীতি। বিবিএসের তথ্যানুসারে, গত ডিসেম্বরে খাদ্য খাতে মূল্যস্ফীতি ছিল ৭ দশমিক ৭১ শতাংশ। ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে এ হার ছিল ১০ দশমিক ৭২ শতাংশ। অন্যদিকে, গত ডিসেম্বরে খাদ্যবহির্ভূত খাতে মূল্যস্ফীতির হার ছিল ৯ দশমিক ১৩ শতাংশ এবং গত বছরের জানুয়ারিতে ছিল ৯ দশমিক ৩২ শতাংশ।

বাঘিয়া গাউসুল আজম মহিল দাখিল মাদ্রাসার ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় পুরস্কার বিতরণ করছেন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার আহসান হাবিব -কীর্তনখোলা

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য

আরও কমতে পারে বলে প্রত্যাশা করছেন বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন। এদিকে জানা গেছে, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের কারণে এ চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে যাচ্ছেন না বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন। যাবেন না বাণিজ্য সচিব মাহবুবুর রহমানও। চুক্তি সই করতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ডব্লিউটিও অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব খাদিজা নাজনীনের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের বাণিজ্যবিষয়ক আলোচক দল ওয়াশিংটন ডিসিতে গেছেন। তবে উপদেষ্টা ও সচিব চুক্তি অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত থাকবেন। অন্যদিকে চুক্তির নানা শর্ত নিয়ে এখনো পরিষ্কার কিছু জানা যায়নি। কারণ এর আগে চুক্তির সবকিছু গোপন রাখার বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে নন-ডিসক্লোজার অ্যাগ্রিমেন্ট বা এনডিএ সই করেছে বাংলাদেশ। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তির বিষয়টি আসে গত বছরের এপ্রিলে। দেশটির প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ২০২৫ সালের ২ এপ্রিল ১০০টি দেশের ওপর বিভিন্ন হারে পাল্টা শুল্ক আরোপের ঘোষণা দেন। বাংলাদেশের জন্য হারটি ছিল ৩৭ শতাংশ। পরে শুল্ক আরোপ তিন মাসের জন্য পিছিয়ে দেয় যুক্তরাষ্ট্র। ঠিক তিন মাসের মাথায় ২০২৫ সালের ৭ জুলাই বাংলাদেশের ওপর শুল্ক ৩৭ থেকে ৩৫ শতাংশে নামানোর ঘোষণা দেন ট্রাম্প। ফাঁকে চলতে থাকে আলোচনা ও দর-কষাকষি। গত বছরের ১৩ জুন দেশটির সঙ্গে একটি এনডিএ সই করে বাংলাদেশ, যেখানে শুল্ক চুক্তি গোপন রাখার বাধ্যবাধকতার কথা বলা হয়। ওয়াশিংটনে গিয়ে আলোচনা শেষে গত বছরের ২ আগস্ট পাল্টা শুল্কের হার ঠিক হয় ২০ শতাংশ। এ হার ১ আগস্ট কার্যকর হয়। আর আগে থেকেই বাংলাদেশি পণ্যে ছিল ১৫ শতাংশ শুল্ক; সব মিলিয়ে বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক রয়েছে ৩৫ শতাংশ। এদিকে আগামীকাল চূড়ান্ত চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে এ শুল্ক আরও কমতে পারে বলে প্রত্যাশা করছেন বাণিজ্য উপদেষ্টা। রোববার (৮ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে সচিবালয়ে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ে সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশি পণ্যে ট্রাম্প প্রশাসন যে বাড়তি ২০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে, তা কমবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। উপদেষ্টা বলেন, আমরা চেষ্টা করছিলাম যে আরও কত কমানো যায় (শুল্ক); আশা করছি ৯ তারিখে হতে যাওয়া চুক্তিতে কমবে; তবে কতটুকু কমবে তা এই মুহূর্তে আমি বলতে চাচ্ছি না বা পারছি না। আমরা আলোচনার ভিত্তিতে দেখবো। অন্যদিকে চুক্তির শর্ত নিয়ে উপদেষ্টা বলেন, চুক্তিতে দেশের স্বার্থবিরোধী কিছু থাকবে না। যুক্তরাষ্ট্রের সম্মতি সাপেক্ষে এটি প্রকাশও করা হবে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সূত্রমতে, শুল্ক, অশুল্ক, ডিজিটাল বাণিজ্য ও প্রযুক্তি, উৎসবিধি, জাতীয় নিরাপত্তা ও বাণিজ্যবিষয়ক বিভিন্ন শর্ত রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের। অন্যদিকে চুক্তি অনুসারে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে এরই মধ্যে গম, সয়াবিন তেল, ভুট্টা, তুলাসহ বিভিন্ন ধরনের কৃষিপণ্য; উড়োজাহাজ ও উড়োজাহাজের যন্ত্রাংশ; তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) ইত্যাদি আমদানি শুরু করেছে বাংলাদেশ।

নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনে আমরা প্রস্তুত: নৌবাহিনী প্রধান

ভোলা প্রতিনিধি

নৌবাহিনীর প্রধান অ্যাডমিরাল এম নাজমুল হাসান বলেন, 'নির্বাচন কমিশন যাতে একটি সুষ্ঠু, সুন্দর ও নিরপেক্ষ নির্বাচন করতে সক্ষম হয়, সে জন্য আমরা প্রস্তুতি গ্রহণ করেছি। সুন্দর ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য আমরা সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত।' রোববার (৮ আগস্ট) দুপুরে ভোলা জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের হলরুমে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষ্যে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং নির্বাচন-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে মতবিনিময় শেষে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন। তিনি আরও বলেন, দুর্গম চরাঞ্চলের জন্য আমাদের নিজস্ব জলযানের পাশাপাশি স্থানীয়ভাবে জলযানের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। এছাড়াও বাংলাদেশ বিমান বাহিনী যে কোনো জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য আমাদের সহযোগিতা করতে হেলিকপ্টার প্রস্তুত রেখেছে। আমাদেরও হেলিকপ্টার প্রস্তুত রয়েছে। তিনি আরও বলেন, ভোট গণনা থেকে ফলাফল ঘোষণা-পরবর্তী সময়েও যাতে আইনশৃঙ্খলা পরিপন্থি কোনো কাজ না হয়, সে জন্য আমরা সবাই মিলে প্রস্তুত থাকবো। নৌবাহিনীর প্রধান বলেন, জাতীয় নির্বাচন ও গণভোটে মিডিয়ার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা আশা করি, আপনারা এ যাবৎকাল যেভাবে দায়িত্বশীল ও সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে আমাদের সহায়তা করেছেন, একইভাবে নির্বাচনকালীন ও নির্বাচন-পরবর্তী সময়েও আমাদের সহযোগিতা দেওয়া করবেন। এ সময় ভোলা জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক ডা. শামীম রহমান, জেলা পুলিশ সুপার মো. শহিদুল্লাহ কাওছারসহ বিজিবি ও র‌্যাবের কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন।

বিএনপিতে যোগ দিলেন এনসিপির পাঁচ নেতাকর্মী

ঝালকাঠি প্রতিনিধি

জামায়াতের সঙ্গে জোট করায় বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন ঝালকাঠির জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) ৫ নেতাকর্মী। রোববার (৮ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় ঝালকাঠি-২ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ইসরাত সুলতানা ইলেন ভুট্টোর নির্বাচনী কার্যালয়ে এক সভায় তারা আনুষ্ঠানিকভাবে বিএনপিতে যোগদান করেন। তাদের নেতৃত্ব দেন আজাদ রহমান। তিনি সদর উপজেলা এনসিপির সমন্বয়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। বিএনপিতে যোগদানকারী অন্যরা হলেন- আব্বাস আলী খান, মোতালেব, নান্নু শিকদার ও অসীম পাল। বিএনপিতে যোগদানকালে এনসিপির ওই নেতারা বলেন, ৫ আগস্টের পর তরুণ ছাত্রদের নেতৃত্বে গঠিত নতুন রাজনৈতিক দলে তারা পরিবর্তনের আশায় যুক্ত হয়েছিলেন। তবে পরবর্তীতে ওই দল স্বাধীনতাবিরোধী জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে ঐক্য করায় তারা হতাশ হন। এ কারণেই তারা এনসিপি ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেন। আজাদ রহমান জানান, তিনি দীর্ঘ এক যুগের বেশি সময় ধরে আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ২০২১ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে আওয়ামী লীগ থেকে পদত্যাগ করেন। তিনি বলেন, ৫ আগস্টের পরিবর্তনের পর এনসিপিকে একটি বিপ্লবী দল মনে করে সেখানে যোগ দিয়েছিলাম। কিন্তু জামায়াতের সঙ্গে জোট করায় এনসিপিতে থাকা সম্ভব হয়নি। তাই বিএনপিতে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ঝালকাঠি জেলা এনসিপির আহ্বায়ক মাইনুল ইসলাম মান্না বলেন, আজাদ রহমানকে গত বছরের ১৩ জুলাই এনসিপির সব কার্যক্রম থেকে সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়। তিনি দীর্ঘদিন আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত থাকায় তার বিরুদ্ধে ব্যাপক সমালোচনা হয়। তবে এখন পর্যন্ত তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো পদত্যাগপত্র আমাদের কাছে বা কেন্দ্রীয় কমিটিতে জমা দেননি। তিনি আরও বলেন, বর্তমানে জেলা পর্যায়ে আহ্বায়ক কমিটি গঠিত হয়েছে। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য ইউনিটের কমিটি গঠন করা হবে।

আমি নির্বাচিত হলে ভোলায় চাঁদাবাজ, দস্যু থাকতে দেবো না: ব্যারিস্টার পার্থ

ভোলা প্রতিনিধি

আমি নির্বাচিত হলে ভোলায় কোন চাঁদাবাজ, দস্যু থাকতে দেবনা। গত ১৭ বছর ফ্যাসিষ্ট সরকারের সময়ে যে পরিমানের ক্ষয়ক্ষতির মধ্যে দিয়ে ভোলার ব্যবসায়ী সমাজ পার করেছেন তা আমার জানা আছে। আওয়ামী লীগের পেশিশক্তির কাছে আপনারা মাথা নত করেছেন। একজন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হলে সেদিন কেউ তার পাশে থাকেননি। আজকের মতবিনিময় সভায় আপনারা সবাই একত্রিত হয়েছেন, সেদিন যদি অন্যের ক্ষতিতে আপনারা সংঘবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদ করতেন, মিডিয়ার সামনে কথা বলতেন তাহলে এই দস্যুরা ভোলা থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হত। সেদিন কেন আপনারা আলাদা আলাদা থেকেছেন, কাকে ভয় পেয়েছেন। আপনারা ব্যবসায়ী সমাজ সব কিছু বাড়তে দিয়েছেন। এই কারনে আমাদের মত রাজনীতিবীদরা এতটা দস্যু হয়ে উঠতে পারি। দয়া করে আর কাউকে এই ভোলার মাটিতে দস্যু হতে দিয়েন না। একটা কথা আজ আপনাদের সামনে বলে যাই, আমার দ্বারা আপনাদের যদি কোন ক্ষতি হয় সেদিন আজকের মত সংঘবদ্ধ ভাবে আপনারা আমার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবেন। প্রতিবাদ না করলে কখনো প্রতিরোধ গড়ে উঠেনা। সেদিন যদি সবাই মিলে প্রতিবাদ করে বলতেন, আমরা কোন অন্যায় হতে দেবনা তাহলে ভোলায় কোন অন্যায় হতোনা। রবিবার (৮ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে ভোলার একটি হোটেলে ব্যবসায়িদের আয়োজনে এক নির্বাচনী মতবিনিময় সভায় ব্যারিষ্টার আন্দালিব রহমান পার্থ এসব কথা বলেন। ব্যারিষ্টার আন্দালিব রহমান পার্থ আরো বলেন, আমি যদি নির্বাচিত হতে পারি তাহলে ভোলায় কোন চাঁদাবাজ থাকতে দেবনা।আমি নিজে কোন অন্যায় করিনা আর কাউকে করতেও দেবনা। আল্লাহর রহমত ও আপনাদের ভালবাসা পেলে এই ভোলাকে একমাত্র আমিই আধুনিকায়ন করতে পারবো। আপনারা ছোটছোট কমিটি করবেন, সরাসরি আমার সাথে যোগাযোগ রাখবেন। কারণ মাঠের অনেক খবরই আমাদের কাছে আসেনা। কোন ধরনের অত্যাচার যেন ভোলার ব্যাবসায়িদের সাথে না হয় আমাদের সবাইকে সজাগ থাকতে হবে। ভোলাকে ডেভেলপমেন্ট করতে হলে, ইন্ড্রাসটিয়াল জোন হিসেবে গড়ে তুলতে হলে, ইপিজেট করতে হলে আন্তর্জাতিক মানের ব্যাবসায়িদের ভোলায় নিয়ে আসতে হবে। সকল সিন্ডিকেট প্রথা বিলুপ্ত করতে হবে। ভোলা-বরিশালের ১৭ হাজার কোটি টাকার সেতু করতে হলে সবার আগে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। ৩০ হাজার টাকার জমি ৩০ লক্ষ টাকা, ১০ হাজার টাকার ইট ২০ হাজার টাকা, ৮০ হাজার টাকার রড, ১ লক্ষ টাকা, এই ধরনের সন্ত্রাস বন্ধ করতে হবে, সিন্ডিকেট ধ্বংস করতে হবে। তাহলে ভোলার উন্নয়ন প্রত্যাশিতর চেয়েও বেশি হবে। এর ফলে আমাদের বেকার সমস্যা দুর হবে।একটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে, দলমত নির্বিশেষে সবাই এক থাকলে আগামী ৫ বছর ভোলার মানসম্মত উন্নয়ন হবে। মেডিকেল কলেজ হবে ডাক্তার থাকবেনা, বিশ্ববিদ্যালয় হবে শিক্ষক থাকবেনা এরকম উন্নয়ন আমরা চাইনা। আগামী ১২ তারিখ আপনার আমার পাশে থাকুন, আমার মার্কা গরুর গাড়িতে ভোট দিন। ভোলার উন্নয়নে পাশে থাকুন। এ সময়ে উপস্থিত ছিলেন, ভোলা ইট ভাটা মালিক সমিতির সভাপতি মোঃ রাইসুল আলম, ভোলা জেলা বিএনপির যুগ্ন আহবায়ক শফিকুর রহমান কিরন, সম্পাদক তরিকুল ইসলাম কায়েদ, বিসিক শিল্পনগরীর সহ-সভাপতি জামাল উদ্দিন খান, কাপর ব্যবসায়ী সমতির সভাপতি সম্পাদক, চাউল ও আটা মালিক সমিতির সভাপতি সম্পাদক, মুদি মালিক সমিতির সভাপতি সম্পাদক, টিন রড সিমেন্ট, মালিক সমিতির সভাপতি সম্পাদক, কাঁচা বাজার মালিক সমিতির সভাপতি সম্পাদক প্রমুখ।

আগৈলঝাড়ায় ধানের শীষের পক্ষে গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ

আগৈলঝাড়া প্রতিনিধি

বরিশাল-১ আসনের বিএনপি মনোনীত ধানের শীষের প্রার্থী জহির উদ্দিন স্বপনের পক্ষে আগৈলঝাড়ায় গনসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ করেন দলীয় নেতা-কর্মীরা। গতকাল রোববার সকালে উপজেলার গৈলা বাজারে উপজেলা বিএনপি ও ইউনিয়ন বিএনপির উদ্যোগে গনসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ করা হয়। বিএনপি মনোনীত প্রার্থী জহির উদ্দিন স্বপনের পক্ষে গনসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ করেন উপজেলা বিএনপির যুগ্ম-আহ্বায়ক শাহ মো. বখতিয়ার, বীর মুক্তিযোদ্ধা শাহজাহান সরদার, সেকেন্দার আলী মৃধা, গৈলা ইউনিয়ন বিএনপির আহ্বায়ক এনায়েত খান মনু, বিএনপি নেতা জসিম মোল্লা, রাজ্জাক সরদার, রহিম হাওলাদার, এনায়েত হোসেন বাঁধনসহ প্রমুখ।

গৌরনদীতে বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

গৌরনদী প্রতিনিধি

বরিশালের গৌরনদী উপজেলার তাঁরাকুপি-কটকস্থল নূরানী হাফেজী মাদ্রাসা ও এতিমখানায় ২দিন ব্যাপী বার্ষিক ক্রীয়া, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতা ও মেধা পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান মাদ্রসা মাঠে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিকেলে মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির সভাপতি জুয়েল মিয়ার সভাপতিত্বে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন গৌরনদী প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি মো. গিয়াস উদ্দিন মিয়া। বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট তরুন সমাজ সেবক কাতার প্রবাসী রিয়াদ হোসেন হাওলাদার, মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির সাধারন সম্পাদক শরিফুল ইসলাম বেপারী, কোষাধ্যক্ষ বিএনপি নেতা জহিরুল ইসলাম সংগ্রাম, উপজেলা ছাত্রদলের যুগ্ম সম্পাদক রাজিব হোসেন খান, মোহতামিম হাফেজ মাওলানা জহিরুল ইসলাম। বক্তব্য রাখেন শিক্ষক মাওলানা ঈশা, মাওলানা আলম, মাওলানা ওলিউল ইসলাম, মাওলানা সাইদুল ইসলাম, মাওলানা আব্দুল আজিজ, হাফেজ কামাল হোসেন সহ অন্যান্যরা। শেষে বিজয়ীদের মাঝে বিতরণ করা হয়।

মুলাদীতে জাতীয় পার্টির নেতাকর্মীদের বিএনপিতে যোগদান

মুলাদী প্রতিনিধি

মুলাদীতে জাতীয় পার্টির সহযোগী সংগঠন সৈনিক পার্টির উপজেলা সভাপতির বিএনপিতে যোগদান। গতকাল সন্ধা ৬টায় মুলাদী বিএনপির দলীয় কার্যালয়ে বরিশাল উত্তর জেলা বিএনপির ১নং সদস্য, সাবেক উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আঃ ছত্তার খানের হাতে ফুল দিয়ে মুলাদী উপজেলা সৈনিক পার্টির সভাপতি আঃ রশিদ হাওলাদার জাতীয়তাবাদী দলের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সৈনিক পার্টির নেতাকর্মীদের নিয়ে বিএনপিতে যোগদান করেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলার সাবেক সাধারন সম্পাদক শাহনেওয়াজ কাজী, মুলাদী পৌরসভা বিএনপির সাবেক সভাপতি আঃ রব খান, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মনজুর হোসেন হাওলাদার, পৌরসভা বিএনপির যুগ্ন-আহবায়ক কামাল হোসেন অপু মোল্লা, ওয়ার্ড বিএনপি নেতা আঃ রাজ্জাক চৌকিদার, বরিশাল উত্তর জেলা যুবদলের যুগ্ম-আহবায়ক রুহুল আমিন খান, পৌরসভা কৃষকদল সভাপতি আল আমিন রাড়ী, পৌরসভা যুবদলের সদস্য সচিব শফিকুল ইসলাম শাওন, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবকদল আহবায়ক রোকনুজ্জামান মোল্লা, পৌরসভা স্বেচ্ছাসেবকদল আহবায়ক আফজাল হোসেন, যুগ্ন-আহবায়ক সেন্টু হাওলাদার, মুলাদী কলেজ ছাত্রদলের সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি নজরুল সিকদার, উত্তর জেলা তরুন দলের সদস্য সচিব জিহাদ মৃধা, জিয়া স্মৃতি ক্লাবের সহ-সভাপতি মাসুদ শেখ, নিরব খানসহ বিএনপির অনেক নেতৃবৃন্দ।

দৈনিক কীর্তনখোলা
আত্মপ্রত্যয়ী প্রতিদিন
বরিশাল ॥ সোমবার ॥ ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ॥ ২৬ মাঘ ১৪৩২

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি আজ শুল্ক আরও কমার আশা

কীর্তনখোলা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আজ সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি) বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করবে বাংলাদেশ। ওয়াশিংটন ডিসিতে বাংলাদেশ সময় রাত ১১টায় এ চুক্তি সই হওয়ার কথা রয়েছে। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের আরোপিত শুল্ক ৩ এর পাতায় দেখুন

মূল্যস্ফীতি ফের বেড়ে ৮.৫৮% নিম্ন আয়ের মানুষের ওপর চাপ বাড়লো

কীর্তনখোলা ডেস্ক

গত নভেম্বর-ডিসেম্বরের পর নতুন বছরের প্রথম মাস জানুয়ারিতেও বেড়েছে মূল্যস্ফীতি। এতে সাধারণ মানুষ, বিশেষত দেশের নিম্নআয়ের মানুষের ওপর চাপ আরও বাড়লো। জানুয়ারিতে সাধারণ মূল্যস্ফীতির হার বেড়ে ৮ দশমিক ৩ এর পাতায় দেখুন

বাউফলে বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষ আহত ৫০, থানা ঘেরাও

বাউফল প্রতিনিধি

পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলায় বিএনপি ও জামায়াতের কর্মী সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। প্রচারণার বাধা দেওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে দুই দফা সংঘর্ষ কয়েকজন নারীসহ অন্তত ৫০ জন আহতের খবর পাওয়া গেছে। রোববার (৮ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত বাউফল থানার সামনে অবস্থা নিয়েছেন জামায়াতের নেতাকর্মীরা। এর আগে বেলা ১২টা দিকে উপজেলার চন্দ্রদ্বীপ ৩ এর পাতায় দেখুন

ক্যান্সার সচেতনতামূলক র‌্যালির নেতৃত্ব দেন শেরেই বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ কে এম মশিউল মুনীর -কীর্তনখোলা

বাংলাদেশের নির্বাচনই বদলে দিতে পারে দক্ষিণ এশিয়ার শক্তির সমীকরণ

কীর্তনখোলা ডেস্ক

বাংলাদেশে হতে যাওয়া আগামী সপ্তাহের জাতীয় সংসদ নির্বাচন দক্ষিণ এশিয়ার শক্তির ভারসাম্য নতুনভাবে গড়ে দিতে পারে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। কারণ, একই সঙ্গে চীন এই অঞ্চলে নিজেদের প্রভাব আরও সুসংহত করতে চাইছে ও ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক দুর্বল হয়ে পড়ছে। ১২ ফেব্রুয়ারির এই নির্বাচন হবে আগস্ট ২০২৪-এ ছাত্রনেতৃত্বাধীন আন্দোলনে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বৈরশাসনের অবসানের পর দেশের প্রথম জাতীয় ভোট। একাধিক বার প্রত্যর্পণের অনুরোধ সত্ত্বেও ভারত হাসিনাকে আশ্রয় দিয়ে যাচ্ছে, যা নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন ঢাকার অন্তর্বর্তী সরকারের ক্ষোভের অন্যতম কারণ। ফলে এই সরকার চীন ও পাকিস্তানের সঙ্গে আরও ৩ এর পাতায় দেখুন

রাজাপুরে জামায়াতে ইসলামীর নির্বাচনী সভা

রাজাপুর প্রতিনিধি

ঝালকাঠির রাজাপুর সদর ইউনিয়নের ৯ নং ওয়ার্ড বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামির উদ্যোগে এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ আসনের দাড়িপাল্লা প্রতীকের প্রার্থী ড. ফইজুল হকের নির্বাচনী কার্যক্রম জোরদার করা ও আসন্ন নির্বাচনে করণীয় নির্ধারণের লক্ষ্যে এই সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন ৯ নং ওয়ার্ড জামায়াতে ইসলামির সভাপতি মো. নজরুল ইসলাম। এতে উপস্থিত ছিলেন ওয়ার্ড সেক্রেটারি মাওলানা আ. রহিম, বাইতুল মালের দায়িত্বপ্রাপ্ত মো. সুলতান গাজী, ২ নং ইউনিট সভাপতি মো. দেলোয়ার আকনসহ বিভিন্ন পর্যায়ের ৩ এর পাতায় দেখুন

গৌরনদীতে হিন্দু পল্লীতে বিএনপি'র নির্বাচনী প্রচার সভা

গৌরনদী প্রতিনিধি

বিএনপি চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা ও বরিশাল-১ আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী জহির উদ্দিন স্বপনের ধানের শীষের পক্ষে হিন্দু সম্প্রদায়ের সাথে নির্বাচনী প্রচার সভা করেছেন বিএনপি নেতৃবৃন্দ। শনিবার রাতে টরকী বন্দর শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দ মন্দিরে এ নির্বাচনী প্রচার সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বরিশাল জেলা বিএনপির আহবায়ক কমিটির সিনিয়র সদস্য ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আবুল হোসেন মিয়া। মন্দির পরিচালনা কমিটির সভাপতি ভজন কুন্ডুর সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন মন্দিরের পুরোহীদ উত্তম চক্রবর্তী, সাধারন সম্পাদক সমীর সরকার, সহসভাপতি শিশির কুমার কুন্ডু, গুরুদাস গোস্বামী, শেখর দত্ত বনিক, সুদাম ৩ এর পাতায় দেখুন

যৌথবাহিনীর অভিযানে দেশীয় অস্ত্রসহ যুবক গ্রেফতার

মো. নাহিদুল হক, কলাপাড়া

কলাপাড়ায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে যৌথ বাহিনী অভিযান চালিয়ে দেশীয় অস্ত্রসহ জসিম ফকির নামের এক যুবকে গ্রেফতার করেছে। শনিবার গভীর রাতে পৌরসভার বাদুরতলী এলাকায় এ অভিযান চালান হয়। সেনা সুত্রে জানা গেছে, এয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে নাশকতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জসিম ফকিরের হেফাজতে সংরক্ষিত দেশীয় চাইনিজ কুড়াল একটি, চাকু দুইটি, চাপাতি তিনটি ও তিনটি দাসহ তাকে ৩ এর পাতায় দেখুন

কানায় কানায় পূর্ণ সোহেল মনজুরের নির্বাচনী জনসভা

মোঃ মেহেদী হাসান, কাউখালী

পিরোজপুরের কাউখালীতে আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে, পিরোজপুর-২ আসনের বিএনপির মনোনীত ধানের শীষের প্রার্থী, আহম্মদ সোহেল মনজুর সুমনের এক নির্বাচনী জনসভার আয়োজন করেন কাউখালী উপজেলা বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠন। ৮ই ফেব্রুয়ারী (শনিবার) বিকাল ৪ ঘটিকার সময় ৩ এর পাতায় দেখুন

বরিশাল ও পিরোজপুরসহ তিন জেলার দায়িত্বে ৩৫ প্লাটুন বিজিবি

কীর্তনখোলা ডেস্ক

আসন্ন গণভোট ও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে সীমান্তসহ সাতক্ষীরা, পিরোজপুর ও বরিশাল জেলার ২১টি উপজেলায় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)-এর সাতক্ষীরা ব্যাটালিয়নের (৩৩ বিজিবি) ৩৫ প্লাটুন সদস্য দায়িত্ব পালন করছেন। তিনজেলায় জেলায় মোট ৩৫ জন ম্যাজিস্ট্রেট বিজিবি'র ৩ এর পাতায় দেখুন

বাকেরগঞ্জে জাপা নেতার বিএনপিতে যোগদান, নেতাকর্মীদের ক্ষোভ

বাকেরগঞ্জ প্রতিনিধি

স্বৈরাচার আওয়মী লীগ সরকারের অন্যতম সহযোগী দল জাতীয় পার্টির নেতা বিএনপিতে যোগদান করায় তৃণমূল বিএনপি ও স্থানীয় নেতাকর্মীদের মাঝে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। শনিবার জেলার বাকেরগঞ্জ উপজেলার দাঁড়িয়াল ইউনিয়নে এই বিতর্কিত কর্মকাণ্ডের জন্ম দিয়েছেন বরিশাল ৬ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী আবুল হোসেন খান। ওই নেতা হলেন জাতীয় পার্টির বাকেরগঞ্জ উপজেলার সাংগঠনিক সম্পাদক বসির আহমেদ সবুজ। গত ১৭ বছরে আওয়ামী লীগ সরকারের সাথে আতাত করে কামিয়েছেন শতকোটি টাকা। এখন নিজেকে নিরাপদ রাখতে বিএনপিতে যোগদান করেছে বসির আহমেদ সবুজ এমনটাই অভিযোগ নেতাকর্মীদের। শনিবার বিকেলে ইউনিয়নের কামারখালি কলেজ মাঠে ৩ এর পাতায় দেখুন

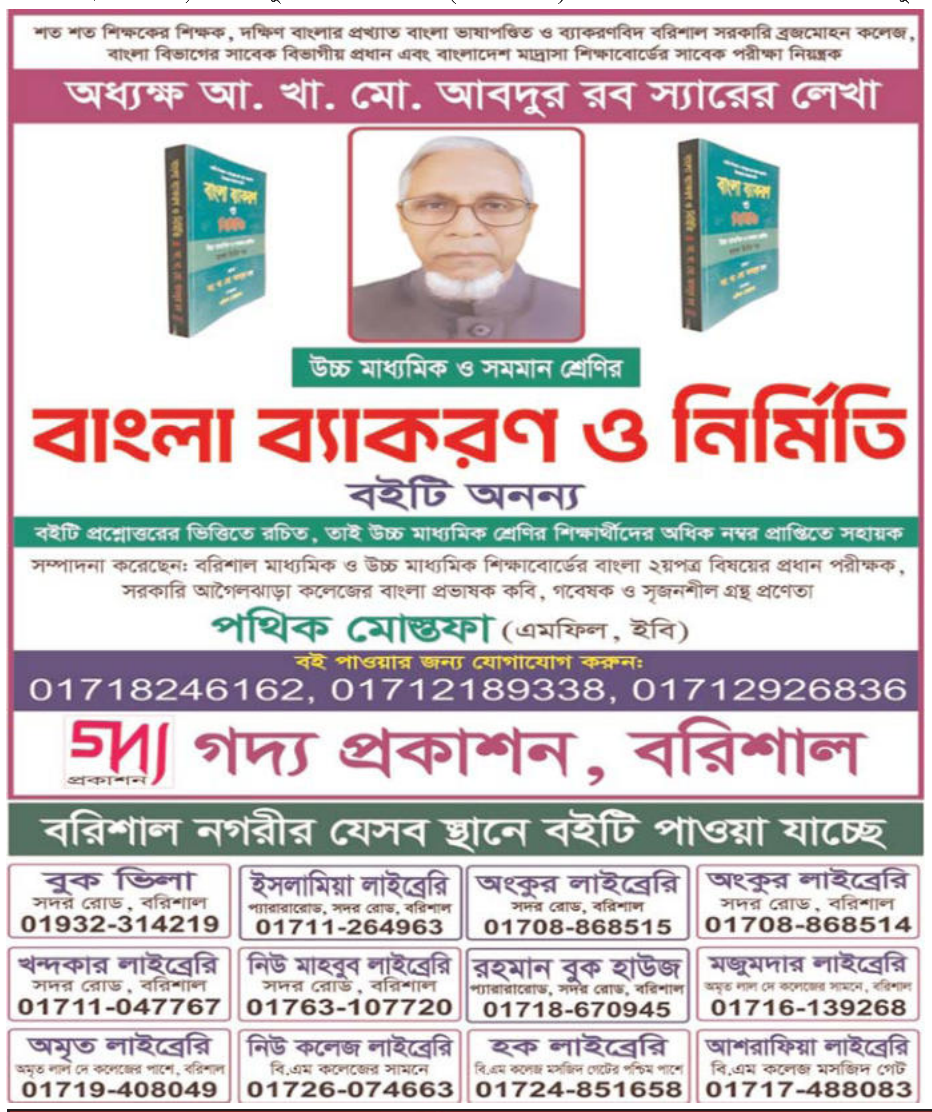

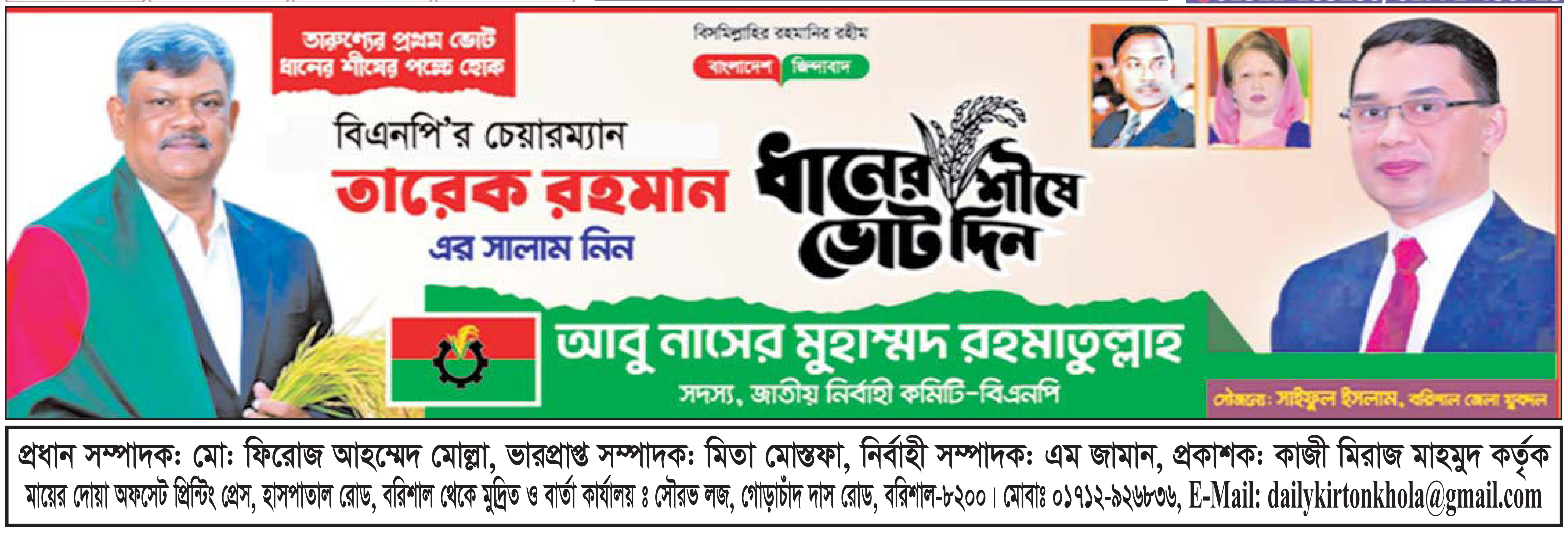

প্রধান সম্পাদক: মো: ফিরোজ আহম্মেদ মোল্লা, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক: মিতা মোস্তফা, নির্বাহী সম্পাদক: এম জামান, প্রকাশক: কাজী মিরাজ মাহমুদ কর্তৃক মায়ের দোয়া অফসেট প্রিন্টিং প্রেস, হাসপাতাল রোড, বরিশাল থেকে মুদ্রিত ও বার্তা কার্যালয় ঃ সৌরভ লজ, গোড়াচাঁদ দাস রোড, বরিশাল-৮২০০। মোবাঃ ০১৭১২-৯২৬৮৩৬, E-Mail: dailykirtonkhola@gmail.com